বাংলাদেশে মিডিয়ার মালিক কারা?

Centre for
Governance Studies

বাংলাদেশে মিডিয়ার মালিক কারা?

জানুয়ারি ২০২১

লিংক: //www.bdmediaowners.com/

মুখ্য গবেষক

আলী রীয়াজ

মোহাম্মদ সাজ্জাদুর রহমান

গবেষণা সহকারী

নাজমুল আরেফীন

মোঃ মুক্তাদির রশীদ

সামসুদ্দোজা

সহযোগী

সুবীর দাস

সঞ্জয় দেবনাথ

নাজমুল হক

আব্দুল আউয়াল সবুজ

তানভীর আহমেদ

আবু আল সাঈদ

ওয়েব ডেভলপার

বাহাউদ্দিন আহম্মেদ

Centre for Governance Studies

সেন্টার ফর গর্ভন্যান্স স্টাডিজ

৪৫/১ নিউ ইস্কাটন, ২য় তলা, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ

https://cgs-bd.com/

ইমেল: ed@cgs-bd.com

ফোন: +৮৮০২৫৮৩১০২১৭, +৮৮০২৯৩৫৪৯০২, +৮৮০২৯৩৪৩১০৯

সেন্টার ফর গর্ভন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) শাসনব্যবস্থা, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক ও মানবসম্পদ উন্নয়ন, রাজনৈতিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা এবং গণতন্ত্রায়ন বিষয়ক গবেষণা সম্পাদন করে। সিজিএস ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট, ফরেন, কমনওয়েলথ এবং ডেভলপমেন্ট অফিস, এশিয়া ফাউন্ডেশন, সেন্টার ফর প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজ এবং ইউএনডিপি এর অর্থায়নে বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এই গবেষণা প্রকল্পটি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল এনডাউমেন্ট ফর ডেমোক্রেসি (এনইডি)-এর অর্থানুকূল্যে অক্টোবর ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২০-এ পরিচালিত হয়েছে।

ISBN: 978-984-95364-1-3

দাম: ৫০ টাকা

বাংলাদেশে মিডিয়ার মালিক কারা ?

মুখ্য গবেষক

আলী রীয়াজ
মোহাম্মদ সাজ্জাদুর রহমান

জানুয়ারি ২০২১

সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ

প্রতিবেদন সম্পর্কে

বিগত দুই দশকে বাংলাদেশে গণমাধ্যম শিল্পের উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটলেও, একইসময়ে মিডিয়া স্বাধীনতার গুরুতর অবক্ষয়ও লক্ষ করা গেছে। মালিকানা ও মিডিয়ার মধ্যকার জটিল সম্পর্ক উন্মোচনের ক্ষেত্রে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং মালিকানার পরস্পরজড়িত বৈশিষ্ট্যগুলো উপলব্ধি করা অপরিহার্য। এরকম প্রেক্ষাপটেই এই প্রতিবেদনটিতে 'বাংলাদেশে মিডিয়ার মালিক কারা?' প্রশ্নটি খতিয়ে দেখা হয়েছে। বাংলাদেশের মিডিয়া প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা এবং প্রকারভেদ; যেমন প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, রেডিও, ওয়েব-ভিত্তিক; উভয় ক্ষেত্রেই, প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন তথ্য ও পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে এই প্রতিবেদনটিতে মিডিয়া মালিকানার প্রকৃতি ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ব্যাপ্তি কতটুকু রয়েছে সে ব্যাপারে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

মুখ্য গবেষক

আলী রীয়াজ, যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ডিস্টিংগুইসড অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। তিনি আটলান্টিক কাউন্সিলের অনাবাসিক সিনিয়র ফেলো এবং আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ (AIBS) এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে থমাস ই আইমারম্যান প্রফেসরশিপ (২০১৮-২০২০) পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন এবং ইউনিভার্সিটি প্রফেসর (২০১২-২০১৮) ছিলেন। তিনি এর আগে বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন, লন্ডনে ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট হিসেবে বিবিসিতে এবং ওয়াশিংটন ডিসির উড্রো উইলসন ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর স্কলারস-এ পাবলিক পলিসি স্কলার হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৯৩ সালে ইউনিভার্সিটি অফ হাওয়াই থেকে আলী রীয়াজ পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানে। তাঁর সাম্প্রতিকতম প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে *Voting in A Hybrid Regime: Understanding 2018 Bangladeshi Election (2019), Lived Islam and Islamism in Bangladesh (2017); Bangladesh: A Political History since Independence (2016).* তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ: *Religion and Politics in South Asia (2021)*। এছাড়াও তিনি *Political Violence in South Asia (2019)* এবং *Routledge Handbook of Contemporary Bangladesh (2016)* শীর্ষক দুটি গ্রন্থের সহ-সম্পাদক।

মোহাম্মদ সাজ্জাদুর রহমান ম্যাসাচুসেটস এর ক্লার্ক ইউনিভার্সিটির স্ট্রসলার সেন্টার ফর হলোকাস্ট এন্ড জেনোসাইড স্টাডিজ এর একজন পিএইচডি গবেষক (ফ্রমসন ফেলো)। তিনি প্রায় ৯ বছর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে শিক্ষকতা করেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে পড়েছেন এবং পরবর্তীতে ২০০৯ সালে ফুলব্রাইট স্কলার হিসেবে ক্যালিফোর্নিয়ার মিড্লবারি ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যশনাল স্টাডিজ (MIIS) থেকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে দ্বিতীয় মাষ্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ২০১৪-১৫ সময়কালে সেন্টার ফর অল্টারনেটিভস (ঢাকা)-এ রিসার্চ ফেলো হিসেবে কাজ করেছেন। এ সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজ-এ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করেন। তিনি দুটি গ্রন্থের সহ-সম্পাদক: *Routledge Handbook of Contemporary Bangladesh (2016)* এবং *Neoliberal Development in Bangladesh (2020).*

সূচি

ভূমিকা	১
বাংলাদেশের গণমাধ্যমচিত্র	২
প্রেক্ষাপট	২
আমরা কি জানি?	৩
আমরা কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করেছি?	৫
গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও মালিকানার রাজনীতি প্রসঙ্গে যুক্তিতর্ক	৮
মূল পর্যবেক্ষণসমূহ	১৪
শেষ কথা	২৬
পরিশিষ্ট ১ সংবাদপত্রের তালিকা	৩৩
পরিশিষ্ট ২ রেডিওর তালিকা	৪৪
পরিশিষ্ট ৩ বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর অনুমোদনের তারিখ	৪৮

বাংলাদেশে মিডিয়ার মালিক কারা ?

ভূমিকা

বাংলাদেশে বিগত দশকে বিভিন্ন রকমের গণমাধ্যমের নাটকীয় বৃদ্ধি দৃশ্যমান হলেও মিডিয়া পর্যবেক্ষণকারী নানা আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী, মুক্ত গণমাধ্যমের স্মারক অনুসারে, দেশটি অত্যন্ত নাজুক অবস্থানে রয়েছে বলেই বিবেচনা করে। গণতন্ত্রের গুরুতর অবক্ষয়ও বাংলাদেশ অবলোকন করছে একইসাথে। আপাতদৃষ্টিতে এই স্ববিরোধী প্রবণতা - গণমাধ্যমের প্রসারণ ও মুক্ত গণমাধ্যমের সংকোচন - বাংলাদেশি গণমাধ্যমচিত্র নিয়ে অনুসন্ধানের দাবি রাখে, বিশেষ করে গণমাধ্যমের মালিক কারা এবং রাজনীতির সাথে গণমাধ্যমের সম্পর্কই বা কি - সে ব্যাপারে। কেননা গণমাধ্যম এখন আর কেবলমাত্র "অবহিত" করে না, এটি রাজনীতিকে "রূপদান"ও করে। সেই অর্থে গণমাধ্যমের দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা গণতন্ত্রের স্বার্থক কার্যকারিতার জন্য অত্যাবশ্যক এবং প্রাণবন্ত গণতন্ত্রের অপরিহার্য সূচক। এর মালিকানায় স্বচ্ছতার অভাব থাকলে, কায়েমী স্বার্থবাদী মহল অতিরঞ্জন তৈরির মাধ্যমে জনমনোযোগ সরিয়ে নিতে পারে। ফলে কোনো দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক গতিপথ চিত্রিত করার জন্য সে দেশের মিডিয়া মালিকানা সম্পর্কে বোঝাপড়া জরুরী।

এই পটভূমিতে দাঁড়িয়েই বাংলাদেশে মিডিয়ার মালিক কারা? – এই প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধান করা হয়েছে এই প্রতিবেদনটিতে। মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, রেডিও, ওয়েবভিত্তিক ইত্যাদি নানা প্রকারের গণমাধ্যম - উভয় হিসাবেই বাংলাদেশে গণমাধ্যম নিয়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য ও পরিসংখ্যান, মিডিয়ার মালিকানার চরিত্র এবং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার পরিস্থিতি এ প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশে গণমাধ্যমের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার মাত্রা নিয়ে বিশ্লেষণ প্রদান এবং মিডিয়া মালিকানার নমুনা থেকে উদ্ভূত যেকোনো প্রকারের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জসমূহকে লিপিবদ্ধ করার করার চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রতিবেদনে।

১৯৭১ সালে জন্ম নেয়া বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি সামরিক ও বেসামরিক উভয় ধরনেরই শাসন প্রত্যক্ষ করেছে। যদিও দেশটির ৪৯ বছরের ইতিহাসের বড় অংশজুড়েই রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করেছে, তারপরও দেশটি, বিশেষ করে গত কয়েক দশক ধরে, অবিচল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য 'উন্নয়নের কূটাভাস' (ডেভেলমেন্ট প্যারাডক্স) হিসেবে পরিচিত। আশি ও নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে প্রশাসনিক কাঠামোর ব্যাপক পুনর্গঠন লক্ষ করা গেছে, যার ফলে দেশটিতে এখন আট-টি বিভাগের অধীনে মোট ৬৪টি জেলা রয়েছে। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথে এগিয়ে যায়, এরপর থেকেই দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ক্ষমতার হাতবদল হতে থাকে যা ২০০৬ সাল পর্যন্ত বজায় ছিল। ১৯৯১-১৯৯৬, ১৯৯৬, এবং ২০০১-২০০৬ সময়কালের মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তিনবার সরকার গঠন করে এবং আওয়ামী লীগের শাসনামল ১৯৯৬-২০০১, ২০০৯-২০১৪, ২০১৪-২০১৮, ২০১৮ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত। ১৬ কোটি জনগণের এই সমাজে প্রচুর রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি রয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে নির্বাচনী অনিয়ম, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও দুঃশাসনের ব্যপক অভিযোগের কারণে দেশটির রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রায়শই 'একদলীয় রাষ্ট্র' [১], 'স্বৈরতান্ত্রিক' [২], এবং দোআঁশলা শাসনব্যবস্থা (হাইব্রিড রেজিম)' [৩] হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের গণমাধ্যমচিত্র

বাংলাদেশে ৪৫টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল, ২৮টি এফএম রেডিও এবং ৩২টি কমিউনিটি রেডিও স্টেশন রয়েছে, দৈনিক সংবাদপত্র রয়েছে ১২৪৮টি, এবং ১০০টিরও বেশি অনলাইন নিউজ পোর্টাল রয়েছে। [৪] আর্থিক হিসাবে বাংলাদেশের গণমাধ্যম শিল্প কতটুকু বড় সে বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্ত প্রায় নেই বললেই চলে। কর্পোরেট গবেষণার বরাত দিয়ে একটি অনলাইন প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে যে এই শিল্প ২৭ বিলিয়ন টাকার (২০১৬) সমতূল্য এবং এর বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ১০-১২ শতাংশ। একই প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে যে, ২০১২-২০১৬ সময়কালে টেলিভিশন শিল্পের প্রবৃদ্ধি ঘটেছে ২০০ শতাংশ, প্রিন্ট মিডিয়ায় ১৫০ শতাংশ, রেডিওর ক্ষেত্রে ৩৫০ শতাংশ এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে তা ১৫০০ শতাংশ। [৫] অবশ্য, কোভিড-১৯ অতিমারীর কারণে গণমাধ্যম শিল্পের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। [৬] ২০২০ সালে ২রা জুলাই প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় কেবলমাত্র ৮৬টি সংবাদপত্রের ব্যবসা এখনো টিকে আছে, যেখানে ২৫৪টি সংবাদপত্র বন্ধ হয়ে গেছে। শুধুমাত্র সাতটি বাংলা ও চারটি ইংরেজি সংবাদপত্র কর্মচারিদের বেতন দিতে সক্ষম ছিল। তাছাড়া, মাসের পর মাস বেতন আটকে রাখা হয়েছে, সংবাদপত্রের মুদ্রণ সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়েছে টিকে থাকার জন্য। বাংলাদেশ সংবাদপত্র মালিক সমিতির (NOAB) অভিযোগ রয়েছে যে বর্তমান জাতীয় বাজেটে (২০২০-২০২১) তাদের দাবীর প্রতিফলন নেই এবং সংবাদপত্রে কাজ করা সাংবাদিক ও কর্মচারিদের জীবন ও জীবিকা পূর্বের চেয়ে আরও বেশি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (DUJ) নিশ্চিত করছে যে, দেশে অতিমারি ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে কয়েক মাসে প্রায় ১০০০ সাংবাদিক তাদের চাকরি হারিয়েছে বা বেতন পাচ্ছে না। তারা ইতোমধ্যেই বিশেষ তহবিলের জন্য আবেদন করেছে, যা ২০২০ সালে জুন মাস থেকে চালু হয়েছে যার মাধ্যমে উপযুক্ত সাংবাদিকদের প্রত্যেককে ১০,০০০ (১২৫ ডলার) টাকা করে প্রদান করা হবে। এটাও জানা গেছে যে এই গুরুতর পরিস্থিতিতে জেলা পর্যায়ের বেশিরভাগ সংবাদপত্রই বন্ধ হয়ে গেছে। NOAB, বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদ (সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সংগঠন), টেলিভিশন চ্যানেল মালিক সমিতি (ATCO), বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (BFUJ) ও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিসহ আরও বেশ কয়েকটি পেশাজীবী ফোরাম, সরকারের কাছে সুরক্ষার আবেদন করেও সফল হয়নি। [৭]

প্রেক্ষাপট

১৯৯০ এর দশক থেকে যখন গণতান্ত্রিক যুগের সূচনা ঘটে তখন থেকেই বাংলাদেশের গণমাধ্যম কাঠামো, বিষয়বস্তু, ব্যবহার এবং মালিকানার দিক থেকে বিভিন্ন পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছে। ১৯৯১ সালে গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশের গণমাধ্যমসমূহ একই সাথে নতুন যোগাযোগ প্রযুক্তির আবির্ভাব এবং বিশ্বায়নের অনস্বীকার্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে। এছাড়াও, নয়া-উদারবাদী নীতিমালা বাংলাদেশকে একটি আবদ্ধ সাহায্য নির্ভর দেশ থেকে মুক্ত অর্থনীতির দেশে পরিণত করেছে যেখানে নয়া গণমাধ্যমের (নিউ মিডিয়া) আবির্ভাবের কারণে প্রতিযোগিতা বেড়ে গেছে। এর বাইরেও, বলা হয়ে থাকে যে সরকার মিডিয়া ইকোলজিতে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রকের অবস্থানটি হারিয়ে ফেলেছে। যার ফলে, বিগত দুই দশকে বাংলাদেশের গণমাধ্যম উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি দেখতে পাচ্ছে। তবে ক্ষমতায় থাকা কলে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাষ্ট্রায়ত্ত গণমাধ্যমকে স্বায়ত্বশাসন দিতে বা মোটের উপর গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের মিডিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণের সংস্কৃতিকে ঐতিহাসিকভাবে চরিত্রায়িত করেছে রাষ্ট্রযন্ত্রের নানা প্রশাসনিক ও আইনি বিধিনিষেধ।

বাংলাদেশের প্রিন্ট মিডিয়ায় স্বাধীনতার আগে থেকেই ব্যক্তিমালিকানা ছিল, কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ১৯৭৫ সালে যখন একদলীয় শাসন (বাকশাল) স্বল্পকালীন সময়ের জন্য প্রবর্তিত হলো, তখন চারটি রাষ্ট্রায়ত্ব সংবাদপত্র ছাড়া বাকি সব সংবাদপত্র বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে প্রিন্ট মিডিয়াই সংবাদ ও মতামতের প্রধান মাধ্যম হিসেবে নিজের অবস্থান ধরে রাখে। ২০১৬ সালের ন্যাশনাল মিডিয়া সার্ভে (NMS) অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রিন্ট মিডিয়ার পাঠক ২৩.৮ শতাংশ, ব্যাপকতার দিক থেকে যা দ্বিতীয় স্থানকারী। [৮] সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ ও দমনের কৌশল হিসেবে সরকার যে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বন্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করে তা বেশ সুবিদিত (তালিকাভুক্ত সংবাদপত্রগুলোর নাম পরিশিষ্ট ১-এ উল্লেখ করা হয়েছে)।

১৯৯০ এর দশক পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন একমাত্র সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ টেলিভিশন বা বিটিভির একক আধিপত্য বজায় ছিল, যাকে প্রায়ই ক্ষমতাসীন দলের মুখপাত্র হিসেবে অভিহিত করা হয়। ১৯৯২ সালে টেলিভিশন রিসিভ অনলি ডিশ (TVRO)-এর বৈধতা দেবার ফলে কিছু আন্তর্জাতিক চ্যানেল বাংলাদেশে সহজলভ্য হয়। ১৯৯৭ সালে এটিএন বাংলা, ১৯৯৯ সালে চ্যানেল আই এবং ২০০০ সালে একুশে টিভি চালু হওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ বাণিজ্যিক স্যাটেলাইট টেলিভিশনের যুগে প্রবেশ করে। ২০১৭ সালের নিলসেন জরিপে দেখা যায় বাংলাদেশে সর্বাধিক জনপ্রিয় গণমাধ্যমে পরিণত হয়েছে টেলিভিশন যার দর্শক সংখ্যা ২০১৬ সালে বেড়ে ৮৪ শতাংশ হয়েছে যা ২০১১ সালে ছিল ৭৪ শতাংশ। [৯] বাণিজ্যিক স্যাটেলাইট টেলিভিশন চালু হওয়ার পর থেকেই সরকার সমর্থক রাজনৈতিক ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীদের টিভি লাইসেন্স প্রদান করা একটি নিয়মিত ব্যাপার হয়ে উঠেছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন রেডিও নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ বেতারও ১৯৯৮ সালে বাণিজ্যিক ও কমিউনিটি রেডিও স্টেশনগুলো (দেখুন, পরিশিষ্ট ২) আসার আগ পর্যন্ত একক আধিপত্য বজায় রেখেছিল। বাংলাদেশ বেতারের যদিও দেশজুড়ে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক রয়েছে, শহর ও গ্রামে উভয় অঞ্চলেই এর শ্রোতা রয়েছে, তারপরও এর বিকাশ ঘটেনি, কেননা যে সরকারই এসেছে তারাই একে রাষ্ট্রীয় প্রোপাগান্ডার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে। আর এই প্রোপাগান্ডা হচ্ছে মূলত ক্ষমতাসীন দল ও তার নেতৃবৃন্দের পক্ষে একতরফা প্রচারণা। যার ফলে, এর সংবাদ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলোর জনপ্রিয়তা লক্ষণীয় মাত্রায় কমে এসেছে। জাতীয় মিডিয়া সার্ভে-এনএমএস (২০১৬) অনুসারে জাতীয়ভাবে এর শ্রোতার সংখ্যা হচ্ছে মোট জনসংখ্যার মাত্র ১২.৪ শতাংশ, শহরাঞ্চলে তা কিছুটা বেশি, ১৬.৭ শতাংশ। [১০]

ডিজিটাল প্রযুক্তির সহজলভ্যতা এবং সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাপকভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের চেষ্টাও গণমাধ্যম শিল্পে প্রভাব ফেলেছে, বেশিরভাগ মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলো প্রথাগত কার্যক্রমের পাশাপাশি তাদের ডিজিটাল উপস্থিতি নিশ্চিত করতে বাধ্য হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (BTRC)-এর তথ্য অনুযায়ী ২০২০ সালের মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারির সংখ্যা ১০০ মিলিয়ন ছাড়িয়েছে। [১১] যার ফলে, সংবাদ ও মতামতের জন্য অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলো ক্রমাগত আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন নিউজ পোর্টাল (bdnews24.com) চালু হয় ২০০৪ সালে আর ২০১৯ সালে অনলাইন নিউজ পোর্টাল নিবন্ধনের জন্য আট হাজার আবেদন জমা পড়ে। [১২]

আমরা কি জানি?

বাংলাদেশে মিডিয়া স্বাধীনতা বা মালিকানা নিয়ে পদ্ধতিগতভাবে এবং ব্যাপকভাবে গবেষণা করা হয়নি। বিস্তৃত অনুসন্ধান ও তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে গবেষণায় নির্বাচনে গণমাধ্যমের ভূমিকা (Chowdhury 2018), ভুয়া সংবাদ

(Ahmed 2018), রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ (Ahmed 2020), ডিজিটাল মিডিয়ায় আইনের প্রভাব (Haq 2019) এবং বাজার চাহিদার প্রভাব (Shoesmith & Genilo 2013) উঠে এসেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম শুধু আনিস রহমান (Rahman, 2017 & 2020), যিনি মিডিয়া মালিকানার প্রশ্নটি নিয়ে অনুসন্ধান করেছেন - প্রথমদিকে নিউজ প্রোডাকশন নিয়ে তবে পরবর্তীতে রাজনীতির সাথে মিডিয়ার যোগসূত্র নিয়ে।

সাধারণত, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বেশিরভাগ আধা-বিদ্যাজাগতিক গবেষণাই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। এমনই একটি গবেষণায় (Chowdhury 2018) গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকার উপর জোর দেয়া হয়েছে। এই গবেষণার যুক্তিগুলো অনুসন্ধানীমূলক এবং একইসাথে নীতিবাচক প্রকৃতির; যেন মনে হয় সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার দায় কেবল গণমাধ্যমের উপরই বর্তায়। আরেকটি গবেষণায় (Ahmed 2020) যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, চতুর্থ স্তম্ভটি (গণমাধ্যম) অপ্রতিরোধ্য রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মাঝে নিমজ্জিত হয়ে আছে, ঠিক বাকি সমস্ত ব্যক্তিমালিকানাধীন খাত যেমনভাবে শাসক শ্রেণীর কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। সাম্প্রতিককালের কিছু নজির হাজির করে, যেমন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ (DSA) প্রণয়নের ব্যাপারটি, তিনি তর্ক তুলে ধরেছেন যে "সংবাদ ব্যবস্থাপনার আর কোনো প্রয়োজনই নেই যেহেতু রাষ্ট্রই সংবাদ নির্মাণ ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।" বিষয়টা আবারো প্রতিষ্ঠিত হয় যখন কিনা সরকার দাবী করে বসে যে ব্যক্তিমালিকানাধীন গণমাধ্যমের অভূতপূর্ব প্রসার ঘটেছে। লেখক গত চার দশকে মিডিয়ার উপর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের বিষয়টি খতিয়ে দেখেছেন। তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে দেখা যায় যে এটি নতুন কিছু নয়। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিতই হোক বা সামরিক সরকারই হোক, পূর্ববর্তী সকল সরকারই চেষ্টা করেছে বাংলাদেশে মিডিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে, বেশিরভাগ সময়ই যৌক্তিক সমালোচনার সামান্যতম পরিসরটাকেও বন্ধ করে দিতে দেখা গেছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সশস্ত্র বাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থা, টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষসহ একাধিক সরকারি সংস্থা হয় তথ্য সেন্সর করা অথবা সরকারের সমালোচনাকারী যে কাউকে হুমকি প্রদান করার সাথে জড়িত থেকেছে।

সম্প্রতি 'ভুয়া সংবাদ', এর প্রভাব ও রাজনৈতিক পরিণাম, মিডিয়া স্টাডিজে মনোযোগ পাচ্ছে। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই "সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও মৌলবাদী প্রচারণায় ইন্ধন যোগানো" (Ahmed 2018, 910) ধর্ম-ভিত্তিক দলগুলোর উপরই এসব আলোচনার মনোযোগ নিবদ্ধ। এগুলো ভুয়া সংবাদের ব্যাপক প্রচারণার জন্য শাহবাগ আন্দোলনকে (যুদ্ধাপরাধের বিচারের দাবিতে ২০১৩ সালে সংঘটিত আন্দোলন) "নাস্তিক" হিসেবে বিতর্কিত করার বিএনপি-জামায়াতের নিরর্থক প্রয়াসকে এবং নয়া দিগন্ত ও আমার দেশ পত্রিকার ভূমিকাকে দায়ী করে।

অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এবং জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪ একটি "ভয়ের সংস্কৃতি" তৈরি করেছে এবং এই ভয় উদ্রেকের ক্ষেত্রে গুম, ক্রসফায়ার, এনকাউন্টার, আড়ি পাতা ইত্যাদিও ভূমিকা রেখেছে (Haq, 2019)। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো তথা সিটিজেন জার্নালিজমকে কেন্দ্র করে একটি গবেষণায় দেখা যায় যে এইসকল বিধিমালা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর হাতে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করেছে যা তারা মূলধারার গণমাধ্যমের উপর প্রয়োগ করতে পারে।

সাম্প্রতিককালের বেশকিছু গবেষণার মূল বক্তব্যগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে যে গণমাধ্যম শিল্প এখন বাজার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং বেসরকারি বিনিয়োগ এবং নয়া-গণমাধ্যম (নিউ মিডিয়া) ও সামাজিক গণমাধ্যমের (সোস্যাল মিডিয়া) আবির্ভাবের কারণে এই শিল্পের উপর রাষ্ট্র তার নিয়ন্ত্রণ কিছুটা হারিয়েছে। বাংলাদেশের গণমাধ্যমচিত্র নিয়ে ব্রায়ান শুস্মিথ ও জ্যুড উইলিয়াম জেনিলো সম্পাদিত একটি গ্রন্থ (২০১৩) এগুলোর মধ্যে একটি। অবশ্য, বাংলাদেশে

রাজনীতি ও ব্যবসার যোগসূত্র আমলে নিলে বিষয়টা প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে পড়ে যে গণমাধ্যম শিল্প আসলে কতটুকু নিজের পথ বেছে নিতে পারে।

আনিস রহমান (Rahman, 2017) ঘনিষ্টভাবে কাজ করেছেন মিডিয়া মালিকানার প্রশ্নটি সামনে রেখে, এবং এতে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা নিয়ে। তিনি যদিও, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজেছেন নয়াউদারবাদী বি-নিয়ন্ত্রণ ও বেসরকারিকরণের দিকটি মাথায় রেখে এবং সংবাদ নির্মাণে এর কী প্রভাব পড়ে তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তবে এই গবেষণার একটি সীমাবদ্ধতা প্রতীয়মান হয় যে এটি রাজনৈতিক দল ও মিডিয়া হাউজগুলোর মধ্যকার 'বাণিজ্যিক-রাজনৈতিক যোগসাজস' কে প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেইদিকে লক্ষ্য রেখে যে প্রস্তুতিকালীন ও লাইসেন্স পাবার পর্যায়ে কীভাবে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ঘটতে পারে। অবশ্য, এই তর্ক তুলবার উপযুক্ত কারণ রয়েছে যে, রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দেয়ার প্রক্রিয়াটি হয়তো আরও জটিল এবং রাষ্ট্রের উপর গণমাধ্যমের নির্ভরশীলতার অস্তিত্ব থাকলেও একটি মিথোজীবিতারও সম্পর্ক রয়েছে।

বাংলাদেশে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও মিডিয়া মালিকানার সম্পর্ক নিয়ে যে গবেষণার অভাব লক্ষণীয় মাত্রায় রয়েছে তা সহজেই বোধগম্য। কিছু কিছু গবেষণায় স্পষ্টভাবেই দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, ধীরে ধীরে এবং অবিচ্ছিন্নভাবে সংবাদমাধ্যমকে দখল করে নিয়েছে রাজনীতি, বিশেষ করে ক্ষমতাসীনেরা; কিন্তু সেগুলো কোনটিই এর গভীরে আর ঢুকেনি। বেশ কয়েক দশক ধরেই বাংলাদেশে রাজনীতি ও মিডিয়ার যোগসাজস একটি সাধারণ প্রবণতায় পরিণত হয়েছে, কিন্তু তারপরও মিডিয়ার রাজনীতিকরণ কতদূর পর্যন্ত ঘটেছে তা নিয়ে অনুসন্ধান দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনুপস্থিত। রাজনৈতিক ক্ষমতা যে সরাসরি সংবাদকে প্রভাবিত করে মালিকানা কাঠামোর মধ্য দিয়ে এবং রাজনৈতিক দলগুলো ও বিভিন্ন ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মালিকানাধীন মিডিয়া হাউজগুলোর মধ্যে যে একটি মিথোজীবিতার সম্পর্ক বিরাজ করে - এসব সর্বজনবিদিত হলেও তা প্রদর্শনের জন্য দালিলিক কোনো গবেষণা নেই।

কিভাবে আমরা তথ্য সংগ্রহ করেছি?

অন্যান্য দেশে বিভিন্ন গণমাধ্যম মালিকানার উপর পরিচালিত জরিপ এর অভিজ্ঞতা এবং তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি এই প্রতিবেদনে অনুসরণ করা হয়েছে। যেমন, রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স (আরএসএফ) এর মিডিয়া ওউনারশিপ মনিটর (এমওএম) শ্রীলংকা ও ভারতসহ বেশ কয়েকটি দেশের উপর বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এছাড়া এই বিষয়ে কাজ করেছে ইতালি ভিত্তিক ইউরোপিয়ান সেন্টার ফর প্রেস এন্ড মিডিয়া ফ্রিডম এর একটি প্রকল্প রিসোর্স সেন্টার অন মিডিয়া ফ্রীডম ইন ইউরোপ। [১৩]

মিডিয়ার মালিকানার প্রকৃতি ও প্রসার এবং এর সাথে রাজনীতির সম্পর্ক অনুধাবন করার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন মিডিয়া প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি উৎস হতে। প্রতিবেদনটিতে প্রধান সংবাদমাধ্যমগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে প্রিন্ট, টেলিভিশন, রেডিও এবং নিউজ পোর্টাল। প্রিন্ট মিডিয়ার ক্ষেত্রে মূলত জাতীয় পর্যায়ের দৈনিক পত্রিকাগুলোর দিকেই মনোযোগ দেয়া হয়েছে, যেগুলো আবার ঘটনাক্রমে বৃহৎ ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলোর সাথেও জড়িত। আঞ্চলিক দৈনিকগুলোকে এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোকেও বাছাই করা হয়েছে তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ-সংশিষ্টতার উপর ভিত্তি করে।

বাছাইকৃত সংবাদমাধ্যমগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করা হয়েছে, যেমন কখন থেকে এগুলো চালু হয়েছে,

মালিকানার কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা সেসব তথ্য চিহ্নিত করা হয়েছে। বিভিন্ন মিডিয়ার মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে; যেমন কোনো মালিকগোষ্ঠীর যদি একই সাথে টেলিভিশন চ্যানেল, সংবাদপত্র ও ওয়েব পোর্টাল থাকে তাহলে সেগুলোকে নেটওয়ার্ক ম্যাপিং এর মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে। মিডিয়া মালিকানার উপর নৈমিত্তিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখা যায় যে, বেশিরভাগ মিডিয়া মালিকদেরই অন্যান্য খাতেও ব্যবসা রয়েছে। কাজেই, তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ গণমাধ্যমের বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করতে সক্ষম। এই প্রতিবেদনে বিভিন্ন ব্যবসায়িক খাতের মধ্যকার সম্পর্ককে খতিয়ে দেখা হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে মিডিয়ার সাথে রাজনীতির যোগসাজশকে বুঝতে পারা। সকল টেলিভিশন, প্রিন্ট ও অনলাইন মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নেতৃত্ব ও মালিকানার পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত বেশ কাজে দিয়েছে রাজনৈতিক ক্ষমতার রদবদলের সাথে সাথে প্রায়শ কীভাবে এই পরিবর্তনগুলোও ত্বরান্বিত হয়েছে তা বোঝার ক্ষেত্রে।

এই প্রতিবেদনে ৩২টি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানাধীন ৪৮টি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান (সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ও ওয়েব পোর্টাল) নিয়ে তথ্য প্রদান করা হয়েছে (সারণি ১)। নমুনার তালিকাটি প্রসার বা গুরুত্বের ভিত্তিতে করা হয়নি; এটি করা হয়েছে তারা কোন ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর অধীন সেই বর্ণানুক্রম অনুসারে। তথ্য সংগৃহীত হয়েছে নভেম্বর ২০১৯ থেকে অক্টোবর ২০২০, এই সময়ের মধ্যে। মালিকানার ধরন বিশ্লেষণের সময়, আমরা অবশ্য এই তালিকাগুলোর বাইরেও অল্প কিছু সুপরিচিত উদাহরণ ব্যবহার করেছি।

এছাড়াও, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের মালিকদের পরিচিতি এবং তাঁদের অতীত, শিক্ষা, রাজনৈতিক অথবা ব্যবসায়িক যুক্ততা এবং পারিবারিক সম্পর্কের ব্যাপারগুলো তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ, কাঠামোচিত্র, সিইও এবং সম্পাদকগণের তথ্য মিডিয়া প্রতিষ্ঠান গুলোর নিজস্ব ওয়েবসাইট, অন্যান্য দাপ্তরিক উৎস ও ব্যক্তিগত যোগাযোগের ভিত্তিতে সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে আইনি মামলার তথ্যউপাত্ত যা পাওয়া গেছে সেগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। এই তথ্যউপাত্তসমূহ ২০২০ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত হালনাগাদ করা। পরোক্ষ সূত্র যেমন, সরকারি প্রকাশনা, বিদ্যায়তনিক জার্নালে প্রকাশিত নিবন্ধ এবং গণমাধ্যম প্রতিবেদনসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে বাংলাদেশের সামগ্রিক গণমাধ্যমচিত্রকে বর্ণনা করতে।

নির্বাচিত ব্যবসায়িক গোষ্ঠী ও তাদের মিডিয়া প্রতিষ্ঠানসমূহ

মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম	কোম্পানির নাম	ব্যবসায়িক গোষ্ঠী	মিডিয়ার ধরন
১. এশিয়ান টিভি	এশিয়ান টেলিকাস্ট লিমিটেড	এশিয়ান গ্রুপ	টিভি
২. এশিয়ান রেডিও	এশিয়ান রেডিও লিমিটেড	এশিয়ান গ্রুপ	রেডিও
৩. নিউজ ২৪	ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেড	বসুন্ধরা গ্রুপ	টিভি
৪. কালের কণ্ঠ	ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেড	বসুন্ধরা গ্রুপ	সংবাদপত্র
৫. বাংলাদেশ প্রতিদিন	ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেড	বসুন্ধরা গ্রুপ	সংবাদপত্র
৬. দ্য ডেইলি সান	ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেড	বসুন্ধরা গ্রুপ	সংবাদপত্র
৭. বাংলানিউজ ২৪ ডটকম	ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেড	বসুন্ধরা গ্রুপ	অনলাইন
৮. রেডিও ক্যাপিটাল	ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেড	বসুন্ধরা গ্রুপ	রেডিও
৯. আরটিভি	বেঙ্গল মিডিয়া কর্পোরেশন লিমিটেড	বেঙ্গল গ্রুপ	টিভি
১০. ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি	বেক্সিমকো মিডিয়া লিমিটেড	বেক্সিমকো গ্রুপ	টিভি

মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম	কোম্পানির নাম	ব্যবসায়িক গোষ্ঠী	মিডিয়ার ধরন
১১. ডেইলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট	ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাবলিকেশন লিমিটেড	বেক্সিমকো গ্রুপ	সংবাদপত্র
১২. সময় টিভি	সময় মিডিয়া লিমিটেড	সিটি গ্রুপ	টিভি
১৩. গাজী টিভি	গাজী স্যাটেলাইট টেলিভিশন লিমিটেড	গাজী গ্রুপ	টিভি
১৪. সারাবাংলা ডট নেট	পাওয়া যায়নি	গাজী গ্রুপ	অনলাইন
১৫. ঢাকা ট্রিবিউন	টুএ মিডিয়া লিমিটেড	জেমকন গ্রুপ	সংবাদপত্র
১৬. বাংলা ট্রিবিউন	টুএ মিডিয়া লিমিটেড	জেমকন গ্রুপ	সংবাদপত্র
১৭. জনকণ্ঠ	জনকণ্ঠ লিমিটেড	গ্লোব জনকণ্ঠ শিল্প পরিবার	সংবাদপত্র
১৮. চ্যানেল ২৪	টাইমস মিডিয়া লিমিটেড	হামীম গ্রুপ	টিভি
১৯. সমকাল	টাইমস মিডিয়া লিমিটেড	হামীম গ্রুপ	সংবাদপত্র
২০. দ্য নিউ এইজ	মিডিয়া নিউ এইজ লিমিটেড	এইচআরসি গ্রুপ	সংবাদপত্র
২১. যায়যায়দিন	যায়যায়দিন পাবলিকেশনস লিমিটেড	এইচআরসি গ্রুপ	সংবাদপত্র
২২. চ্যানেল আই	পাওয়া যায়নি	ইমপ্রেস গ্রুপ	টিভি
২৩. রেডিও ভূমি	গাংচিল মিডিয়া লিমিটেড	ইমপ্রেস গ্রুপ	রেডিও
২৪. যমুনা টিভি	যমুনা মিডিয়া লিমিটেড	যমুনা গ্রুপ	টিভি
২৫. যুগান্তর	পাওয়া যায়নি	যমুনা গ্রুপ	সংবাদপত্র
২৬. দেশ টিভি	মিডিয়াসিন লিমিটেড	কর্ণফুলি গ্রুপ	টিভি
২৭. ভোরের কাগজ	মিডিয়াসিন লিমিটেড	কর্ণফুলি গ্রুপ	সংবাদপত্র
২৮. দৈনিক বণিকবার্তা	বিজবাংলা মিডিয়া লিমিটেড	লঙ্কাবাংলা সিকিউরিটি লিঃ	সংবাদপত্র
২৯. একাত্তর টিভি	পাওয়া যায়নি	মেঘনা গ্রুপ	টিভি
৩০. নাগরিক টিভি	জাদু মিডিয়া লিমিটেড	মোহাম্মদী গ্রুপ	টিভি
৩১. দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড	দ্য হরাইজন মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশন লিঃ	ওরিয়ন গ্রুপ	সংবাদপত্র
৩২. দেশ রূপান্তর	পাওয়া যায়নি	রূপায়ন গ্রুপ	সংবাদপত্র
৩৩. একুশে টিভি	পাওয়া যায়নি	এস আলম গ্রুপ	টিভি
৩৪. এসএ টিভি	এসএ চ্যানেল প্রাইভেট লিমিটেড	এসএ পরিবহন	টিভি
৩৫. মাছরাঙা টিভি	মাছরাঙা কমিউনিকেশন লিমিটেড	স্কয়ার গ্রুপ	টিভি
৩৬. দ্য ডেইলি স্টার	মিডিয়া ওয়ার্ল্ড লিমিটেড	ট্রান্সকম গ্রুপ	সংবাদপত্র
৩৭. দৈনিক প্রথম আলো	মিডিয়া স্টার লিমিটেড	ট্রান্সকম গ্রুপ	সংবাদপত্র
৩৮. এবিসি রেডিও	মিডিয়া স্টার লিমিটেড	ট্রান্সকম গ্রুপ	রেডিও
৩৯. আমাদের সময়	নিউ ভিশন মিডিয়া লিমিটেড	ইউনিক গ্রুপ	সংবাদপত্র
৪০. বাংলাভিশন	শ্যামল বাংলা মিডিয়া লিমিটেড	পাওয়া যায়নি	টিভি

মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম	কোম্পানির নাম	ব্যবসায়িক গোষ্ঠী	মিডিয়ার ধরন
৪১. এনটিভি	ইন্টারন্যাশনাল টেলিভিশন চ্যানেল লিমিটেড	পাওয়া যায়নি	টিভি
৪২. ডিবিসি নিউজ	ঢাকা বাংলা মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন লিঃ	পাওয়া যায়নি	টিভি
৪৩. এটিএন নিউজ	মাল্টিমিডিয়া প্রোডাকশন কোম্পানি	পাওয়া যায়নি	টিভি
৪৪. এটিএন বাংলা	মাল্টিমিডিয়া প্রোডাকশন কোম্পানি	পাওয়া যায়নি	টিভি
৪৫. দ্য ডেইলি অবজারভার	অবজারভার লিমিটেড	পাওয়া যায়নি	সংবাদপত্র
৪৬. নয়া দিগন্ত	দিগন্ত মিডিয়া কর্পোরেশন লিমিটেড	পাওয়া যায়নি	সংবাদপত্র
৪৭. বিডিনিউজ ২৪ ডটকম	বাংলাদেশ নিউজ ২৪ আওয়ারস লিমিটেড	পাওয়া যায়নি	অনলাইন
৪৮. দৈনিক ইত্তেফাক	ইত্তেফাক গ্রুপ অফ পাবলিকেশনস লিমিটেড	পাওয়া যায়নি	সংবাদপত্র

যদিও মালিকানার নানা মাত্রিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক বিবরণ প্রায় কিছুই পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ, অডিট রিপোর্ট, আয় বা শেয়ারহোল্ডারদের কাছে দেয়া বাৎসরিক বিবরণ সবক্ষেত্রে খতিয়ে দেখার সুযোগ হয়নি আমাদের। মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মার্কেট শেয়ার কিংবা টেলিভিশনগুলোর রেটিং পয়েন্ট (TRP) কেমন তা নির্ধারণের জন্য কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্যশালাও (ডেটাবেজ) নেই। যদিও তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর সরকারি তালিকাভুক্ত সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের প্রচারসংখ্যা সংক্রান্ত একটি বাৎসরিক তালিকা [১৪] প্রকাশ করে যার উপর ভিত্তি করে সরকারি বিজ্ঞাপনের হার নির্ধারিত হয়, কিন্তু তালিকাটি নির্ভরযোগ্য হিসেবে বিবেচিত নয় [১৫] বেশ কিছু কারণে। [১৬] প্রচারসংখ্যার হিসাব সংবাদপত্রগুলো নিজেরা প্রদান করে এবং স্বাধীনভাবে এগুলোকে যাচাই করে দেখা হয় না। অনেক ক্ষেত্রেই সংবাদপত্রগুলো এই সংখ্যাটিকে ফুলিয়ে ফাপিয়ে দেখায়, যাতে করে উচ্চহারের বিজ্ঞাপন নিশ্চিত করা যায়। এছাড়াও, ওই তালিকায় এমন সব সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয় যেগুলোর প্রচারসংখ্যা খুবই কম অথবা যেগুলোর নামে মাত্র অস্তিত্ব রয়েছে। [১৭] এ অভিযোগও রয়েছে যে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকারি আনুকূল্য পাওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একে “পৃষ্ঠপোষকতার বণ্টন ব্যবস্থা” হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় যেন সরকারি নীতির সাথে গণমাধ্যম তাল মিলিয়ে চলে। বিজ্ঞাপন বণ্টন সংক্রান্ত সরকারের ২০০৮ সালের নীতিমালায় [১৮] (২০১০ সালে সংশোধিত) পাঁচটি শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রচার সংখ্যা, সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচির প্রচারণা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখা, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ও নীতিমালা বিরোধী কোনো সংবাদ প্রকাশ না করা, সেরকম সংবাদ যাতে রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হতে পারে এবং জাতীয় নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়তে পারে। শেষ দুটি শর্তের নানরকম অর্থ করার সুযোগ রয়েছে। সরকারি এই নীতিমালা বিবেচনা করে সংবাদপত্র নির্বাচন করার ক্ষেত্রে এই প্রতিবেদনে আমরা সরকার প্রদত্ত প্রচার সংখ্যার তালিকা ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও মালিকানার রাজনীতি প্রসঙ্গে যুক্তিতর্ক

বাংলাদেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও স্বচ্ছতা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে দুটি পরস্পরবিরোধী যুক্তি পাওয়া যায়: একটি আলাপ দেশটিতে গণতান্ত্রিক পরিসর সঙ্কুচিত হয়ে আসার সাথে সাথে ক্রমাগত সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার

অবক্ষয়ের বিষয়টি জোর দেয়, অন্যদিকে অপরটি বর্তমান সরকারের অধীনে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টির প্রতি নজর দেয়। ক্ষমতাসীন দলের নেতৃবৃন্দ, এমনকি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও বিভিন্ন সময়ে দাবি করেছেন যে, বাংলাদেশের গণমাধ্যম "সম্পূর্ণ মুক্ত"। [২০] যদিও, মিডিয়ার স্বাধীনতা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান খুব ভালো নয়। রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স-এর সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার সূচকে ২০১৯ সালে ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫০তম, এবং ২০২০ সালে ১৫১তম যা কিনা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন অবস্থান। [২১] ফ্রীডম হাউজের একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে, সাংবাদিকদের উপর শারীরিক সহিংসতা ও হুমকি প্রদান দায়মুক্তভাবেই চলছে। বাংলাদেশে সাংবাদিক, প্রতিবেদক ও ব্লগারদের উপর চালানো হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য সহিংসতার ঘটনার জন্য তেমন কোনো শাস্তি দেয়া হয়নি। প্রতিবেদনটিতে দেখানো হয়েছে যে এ দেশের সাংবাদিকরা রাষ্ট্রদ্রোহ, মানহানি ও কঠোর আইনি বিপাকের ঝুঁকির মুখে রয়েছেন। যার ফলে সাংবাদিকদের মধ্যে আশঙ্কাজনকভাবে স্বেচ্ছা-সেন্সরশিপের প্রবণতা বাড়ছে, আর এই আতঙ্কের প্রধান উৎস হচ্ছে সরকার। [২২] ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের নিয়ে যৌক্তিক সমালোচনার পরিসর সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। বৈশ্বিক গণমাধ্যম পর্যবেক্ষণকারী, রিপোর্টারস উইদাউট বর্ডারস এর প্রতিবেদনে উঠে এসেছে যে, কেবল ২০১৭ সালেই তথ্যপ্রযুক্তি আইনের অধীনে অন্তত ২৫ জন সাংবাদিক ও কয়েকশ ব্লগার ও ফেসবুক ব্যবহারকারীর নামে মামলা হয়েছে। [২৩]

কঠোরতর আইন জারির মাধ্যমে মিডিয়া ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করে ফেলা হয়েছে। ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে বিশ্বখ্যাত ফটোসাংবাদিক শহিদুল আলমকে গ্রেফতার করা হয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে, (আইসিটি ২০০৬, ২০১৩ সালে সংশোধিত) কারণ, তিনি ফেসবুকে ছাত্র আন্দোলন নিয়ে সরকারের সমালোচনামূলক একটি ভিডিও পোস্ট করেছিলেন এবং একই আন্দোলন নিয়ে আল জাজিরায় বক্তব্য দিয়েছিলেন। এটি যদিও কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা না। ২০১৮ সালে কিছু বিধান বাতিল ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়ার আগে আইসিটি আইনের অধীনে সাদাপোশাকের পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতারের বিষয়টি বাংলাদেশে একটি সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বিটিআরসি কর্তৃক নিউজ পোর্টাল ব্লক করে দেবার একাধিক ঘটনা রয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করা হয় ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে। এবং এই আইনের অধীনে "অনুমতি ব্যতীত সরকারি কার্যালয় থেকে দলিল, তথ্য বা ছবি সংগ্রহ করা" কে দণ্ডনীয় করার ফলে "দুর্নীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং দুঃশাসনের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা যদি অসম্ভব নাও হয়, অন্তত কঠিন হয়ে পড়বে"। [২৪] এই সমস্যা প্রকটতর হয় যখন নাকি বেশিরভাগ টেলিভিশন চ্যানেল ও প্রিন্ট মিডিয়াই দৃশ্যত ক্ষমতাসীন দলের ঘনিষ্ট ব্যক্তিদের মালিকানাধীন বা তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বর্তমান সরকার গত কয়েক বছরে এক ডজনেরও বেশি টেলিভিশন চ্যানেলকে অনুমোদন দিয়েছে। লাইসেন্সকৃত ৪৫টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের মধ্যে ২৫টির বেশি চলমান। কিন্তু নতুন টিভি কেন্দ্র ও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের অবেদনগুলোর ক্ষেত্রে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো নেপথ্য পরীক্ষা (ব্যাকগ্রাউন্ড চেক) করে থাকে এবং সেগুলোর কার্যক্রম শুরুর অনুমোদনের আগে আইনপ্রণেতাদের সুপারিশের প্রয়োজন হয়।

ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করা নিয়ে কড়াকড়ির বিষয়টি আমলে নিলে বিষয়টি আর অবাক করার মতো মনে হয় না যে বেশীরভাগ গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো যে ক্ষমতাসীন দলের ঘনিষ্ট ব্যক্তি এবং/অথবা গোষ্ঠীর হাতেই কুক্ষিগত থাকে। কিছু উদাহরণ দিলে মিডিয়া মালিকানার বিষয়টি কতটা কঠোরভাবে যে নিয়ন্ত্রিত হয় তা পরিষ্কার হবে। পাঁচটি টেলিভিশন চ্যানেলের সরাসরি মালিক হচ্ছেন বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের এমপিরা। তাঁরা হলেন, মোরশেদ আলম (আরটিভি), গোলাম দস্তগীর গাজী (গাজী টিভি), কামাল আহমেদ মজুমদার (মোহনা টিভি), সাবের হোসেন চৌধুরী (দেশ টিভি) এবং শাহরিয়ার আলম (দুরন্ত টিভি)। এছাড়াও, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি ও একটি দৈনিক

পত্রিকা দ্য ডেইলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট-এর বড় অংশের শেয়ারের মালিক। বর্তমান পদে আসীন হওয়ার আগে তিনি টেলিভিশন চ্যানেল মালিক সমিতির (ATCO) সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন যেটি টিভি চ্যানেলগুলোর জনপ্রিয়তা নির্ধারণ করে থাকে টিআরপির ভিত্তিতে। [২৬] এমনও অভিযোগ রয়েছে যে, সরকারের সমালোচনাকারী গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো আয় হারানোর ঝুঁকির মধ্যে থাকে যেহেতু সেগুলোতে বিজ্ঞাপন না দেয়ার জন্য বেসরকারি কোম্পানিগুলোকে সরকারি নানা সংস্থা নির্দেশ দেয়। ২০০৭-২০০৮ সালে সেনাসমর্থিত সরকারের আমলে গণমাধ্যমের বিষয়বস্তু ও সংবাদ-বর্ণনার ধরন ঠিক করার ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থাগুলোর সরাসরি হস্তক্ষেপ প্রকাশ্য রূপ নিয়েছিল। দ্য ডেইলি স্টার এর সম্পাদক মাহফুজ আনাম ২০১৬ সালে স্বীকার করেন যে, জরুরী অবস্থার সময় দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াসহ দেশের রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতির 'অপ্রমাণিত' তথ্য সরবরাহ করেছিল যা গণমাধ্যমে প্রকাশিতও হয়। সেই তথ্যগুলো 'স্বাধীনভাবে যাচাই করে' দেখা হয়নি। তিনি স্বীকার করেন যে, তাঁর পত্রিকায় তথ্যগুলো ছাপানো 'বড় একটি ভুল' ছিল। [২৭] কৌতূহলজনকভাবে মিডিয়া মালিকরা রাজনৈতিক দলের সাথে সংশিষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে আগ্রহী বলেই মনে হয়। 'বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা নীতিমালা ২০১২'-এর খসড়াতে কোন রাজনৈতিক দল ও তার সদস্যদের টেলিভিশন চ্যানেলের মালিক না হওয়ার ব্যাপারে প্রস্তাব করা হয়েছিল। অথচ, এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন তৎকালীন ATCO সভাপতি ও বিএনপির সাবেক সাংসদ মোসাদ্দেক আলী ফালু। [২৮]

যুক্তিতর্কের দ্বিতীয় দিকটি আসে সরকারি কর্মকর্তা, ক্ষমতাসীন দলের নেতৃবৃন্দ ও তাদের সমর্থকদের কাছ থেকে। তাদের যুক্তিটি হচ্ছে গত এক দশকজুড়ে মিডিয়া খাতে দুর্দান্ত সফলতা অর্জিত হয়েছে। দাবী করা হয়, সরকারের অনুকূল নীতিমালাই নতুন মিডিয়া প্রতিষ্ঠান তৈরিতে সহায়তা করেছে। আগেই যেমন বলা হয়েছে, সরকার প্রদত্ত ৪৫টি লাইসেন্সকৃত চ্যানেলের মধ্যে বর্তমানে ২৫টিরও বেশি ব্যক্তিমালিকানাধীন টেলিভিশন চ্যানেল চালু রয়েছে। এই প্রবণতা সমহারে বেড়ে চলা মুদ্রিত সংবাদমাধ্যমের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এছাড়াও সরকার একটি যোগাযোগ স্যাটেলাইট চালু করেছে যার লাভ ইতিমধ্যেই ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো পাচ্ছে। যদিও, এ জাতীয় যুক্তি, সংখ্যার সাথে মান ও স্বাধীনতার পরিসর দৃশ্যত গুলিয়ে ফেলেছে।

সংবাদের নির্ভরযোগ্যতা নির্ভর করে সংবাদদাতার বিশ্বাসযোগ্যতার উপর। বাংলাদেশে কীভাবে গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, কীভাবে এর মালিকানা সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়েছে, এবং গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে কতটা ঘনিষ্ঠ এসব বোঝাও বেশ জরুরী। অবশ্য, দুটি যুক্তিই একটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে, তা হলো, মিডিয়ামালিকানা এবং তাদের প্রদানকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও স্বচ্ছতা। যদিও ব্যাঙের ছাতার মতো সংবাদদাতার সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এগুলো কিছু ব্যবসায়িক গোষ্ঠী বা ক্ষমতাসীন দল ও সরকারের ঘনিষ্ঠ কিছু ব্যক্তিদের হাতেই কুক্ষিগত হয়ে রয়েছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর গত এক দশকে শুধুমাত্র যে মিডিয়া খাতে মালিকানার পরিবর্তনই লক্ষ করা গেছে তাই নয়, সরকার নানা আইনি ও আইন বহির্ভূত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি নিশ্চিত করেছে। আনিস রহমান দাবী করছেন:

> টেলিভিশন চ্যানেলের যৌথ ও অযৌথ মালিকানার সংমিশ্রণে বাংলাদেশে একই সাথে অসংহত ও সংহত শিল্প কাঠামোর গঠন দেখা যায়। এই শিল্পের শুরু হয়েছিল অসংহত ধারায় যখন বিশেষ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলোর ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। গণমাধ্যমশিল্পে বড় ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলোর বিকাশের ফলে, টেলিভিশন হয়ে উঠে করপোরেট আর্থিকীকরণের জায়গা, যেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রধান প্ররোচক হিসেবে সরকার বিরাজ করছে। কৌতূহলজনকভাবে, সবগুলো কোম্পানিই তাদের

লাইসেন্স পেয়েছে আওয়ামী লীগ সরকারের কাছ থেকে। ফলে এটাই বোঝা যায় যে, এই সংকর শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের সাথে বৃহত্তম দেশীয় ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলোর ব্যাপক যোগসাজশ রয়েছে, এবং এর ফলে রাজনৈতিক-বাণিজ্যিক ক্ষমতার এক বিশেষ রূপ তৈরি হচ্ছে।

ব্যবসায়িক উদ্যোগ ও দুর্বল রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যকার ঐতিহাসিক সম্পর্কের দিকে দৃষ্টি রেখে এই রাজনৈতিক-বাণিজ্যিক যোগসাজশের বিষয়টি নিয়ে আরেকটি গবেষণায় দেখা যায়:

> স্বজন-তোষী সংস্কৃতি [রেন্ট-সিকিং কালচার] বিরাজ করছে এমন দূর্বল রাষ্ট্রের অধীনে টিকে থাকার জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ তৈরি করতে বাধ্য হয়, যাতে করে তারা সরকারি সুবিধা আদায় নিশ্চিত করে নিজেদের প্রতিষ্ঠানের প্রসার ঘটাতে পারে। বড় বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পারিবারিক সদস্যদের হয় রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার কারণে রাষ্ট্রের সাথে সরাসরি যোগাযোগ ছিল, অথবা বিভিন্ন লবি গ্রুপের মাধ্যমে পরোক্ষ যোগাযোগ গড়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ, নবম জাতীয় সংসদে (২০০৯-২০১৩) ৫৯ শতাংশ সাংসদই ছিলেন ব্যবসায়ী (Chowdhury, 2009) এই সম্পৃক্ততার কারণে পরবর্তীতে ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলো নিজ স্বার্থে বিভিন্ন নীতিমালার উপর তাদের প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। অবশ্য, এই লাভজনক আনুকূল্যের বিনিময়ে, ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলোকে নির্বাচনের সময় রাষ্ট্রীয় কর্মকদের, বিশেষ করে রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিবিদদের, অনুদান ও অন্যান্য সেবা দিতে হয়েছে। [৩০]

'সাংবাদিকদের অবাধে ধরপাকড়' (RSF 2020) এর মুখে দেশের মুক্ত সাংবাদিকতার পরিসরও কমে আসছে। ২০২০ সালে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স এর বাৎসরিক প্রতিবেদনে লেখা রয়েছে, "ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও তাদের নেত্রী এবং ২০০৯ সাল থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কঠোর ব্যবস্থার পরোক্ষ বা সমপার্শ্বিক (কোলাটেরাল) শিকারের মধ্যে প্রথম সারিতে যারা আছে তাদের মধ্যে বাংলাদেশি সাংবাদিকরা অন্যতম। নির্বাচনী প্রচারণার সময় থেকে শুরু করে ২০১৮ সালে তার পুনঃনির্বাচিত হবার সময়টিতে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা লঙ্ঘন আশঙ্কাজনক মাত্রায় বেড়ে গিয়েছিল, যার মধ্যে ছিল, মাঠ পর্যায়ের প্রতিবেদকদের উপর রাজনৈতিক কর্মীদের চড়াও হওয়া, লাগামহীনভাবে সংবাদের ওয়েবসাইটগুলো ব্লক করে দেয়া, এবং সাংবাদিকদের অবাধে ধরপাকড় করা"।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে বিরোধীপক্ষের কণ্ঠরোধ করার প্রবণতা থেকে সরকার বিভিন্ন গণমাধ্যম বন্ধ করে দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৭-০৮ সালে সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দেশের প্রথম চব্বিশ ঘণ্টার সংবাদ চ্যানেল CSB বন্ধ করে দেয়া হয় ২০০৭ সালের ৬ই সেপ্টেম্বরে সরকারের বিরুদ্ধে "উস্কানিমূলক সংবাদ" প্রচারের অভিযোগে। চ্যানেলটি ২০০৭ সালের আগস্ট মাসের শেষ দিকে জরুরি অবস্থা তুলের নেয়ার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ সম্প্রচার করেছিল। [৩১] পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের শাসনামলে, ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে আমার দেশ পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ বন্ধ করে দেয়া হয় যেটি সম্পাদনা করতেন মাহমুদুর রহমান এবং এর আগের মালিক ছিলেন বিএনপির মোসাদ্দেক হোসেন ফালু। ২০১৬ এর আগস্টে পত্রিকাটির অনলাইন সংস্করণও বন্ধ করে দেয়া হয়। দেশ ছাড়ার আগে মাহমুদুর রহমানকে কয়েক বছর জেল খাটতে হয়। একইভাবে, ২০১৩ সালের ৬ই মে ভোররাতে বিটিআরসি রাতারাতি দুটি টেলিভিশন চ্যানেলের সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়। ইসলামিক টিভি ও দিগন্ত টিভির মালিক ছিলেন যথাক্রমে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ভাই সাঈদ ইস্কান্দার, এবং জামায়াতে ইসলামের প্রথম সারির নেতা মীর কাসিম আলী। জনাব আলী পরবর্তীতে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে দণ্ডিত হন, এবং ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে তার ফাঁসি কার্যকর হয়। ২০১৫ সালে সরকারি সংস্থাগুলো দৈনিক প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার পত্রিকার বিজ্ঞাপন আটকে দেয়, যার ফলে পত্রিকা দুটি'র আয় ব্যাপকভাবে কমে যায়। দুটি পত্রিকাতেই ২০১৫ সালের ১৬ই আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সেনাবাহিনীর অভিযানে পাঁচ জন আদিবাসী তরুণ

হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছে বলে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। যদিও রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলো এই অভিযোগ অস্বীকার করেছিল, আল-জাজিরা উলেখ করে যে দুটি পত্রিকারই 'দোষ' ছিল মৃত ব্যক্তিদের 'সন্ত্রাসী' না বলে 'আদিবাসী' বলা। [৩২]

একদিকে যেমন, প্রতিবেদকদের হয়রানি করার প্রচুর ঘটনা রয়েছে, যার মধ্যে রিপোর্টারদের এক বছরের মতো সময় ধরেও অবৈধভাবে আটকে রাখার অভিযোগ রয়েছে (RSF)। [৩৩] প্রতিবেদকরা নিয়মিত হুমকিধামকির মধ্যেই থাকে। আবার অন্যদিকে, সরকার গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে কুক্ষীগত রাখার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করেছে। সরকার দ্বারা বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের উপর সম্পাদকীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা ও বিষয়বস্তু 'মনিটর' করার কথা জানা যায়। ২০২০ সালের জুলাই মাসে, সম্পাদক পর্ষদ একটি বিবৃতিতে জানায়, “গত কয়েক মাসে, প্রায় ৪০জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছে, যার মধ্যে ৩৭ জনকে আটক করা হয়েছে। এই গ্রেফতারগুলোর কারণে একটি ভয় ও ত্রাসের পরিবেশ তৈরি হয়েছে যার ফলে স্বাভাবিক সাংবাদিকতার কাজ প্রায় অসম্ভব না হলেও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।” [৩৪] সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) এর ডিজিটাল সিকিউরিটি এ্যাক্ট ট্র্যাকার অনুযায়ী জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বরের শুরু পর্যন্ত অভিযুক্ত ১৪৭ জন ব্যক্তির মধ্যে অন্তত ১৫ শতাংশ সাংবাদিক রয়েছে যাদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছে।

মানহানি থেকে শুরু করে গুজব ও প্রোপাগান্ডাকে লক্ষ্য করে বাংলাদেশে গণমাধ্যম সংক্রান্ত প্রচুর আইন রয়েছে। স্থানীয় গণমাধ্যমের অনেকেরই অভিযোগ রয়েছে যে, এই আইনগুলো এখন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রোধ করতে এবং দেশের সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতাকে দমিয়ে রাখতে ব্যবহৃত হচ্ছে। ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে-আগেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ঘোষণা করে যে, তারা নতুন একটি সম্প্রচার আইন প্রস্তাব করতে যাচ্ছে, যার ফলে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর সরকার-নিযুক্ত কমিশনকে ব্যাপকমাত্রায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা দেয়া হবে। ৩০ জনেরও বেশি জ্যেষ্ঠ সম্পাদক ও অন্যান্য সাংবাদিক মিলে ডিজিটাল, প্রিন্ট ও টেলিভিশন প্রচারমাধ্যমে দাবি করেন যে, তাদের আশঙ্কা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর পাশাপাশি এই প্রস্তাবিত আইন দেশের সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতাকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করবে। [৩৫] দেশের গণমাধ্যম ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় মূলত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমল ও পাকিস্তান আমলের আইনকানুন দ্বারা। সাংবিধানিক দিকনির্দেশনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে ৩৯ অনুচ্ছেদ, যেখানে বলা আছে:

(১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল।

(২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্‌ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং

(খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

অন্যান্য বিষয়ের সাথে রাষ্ট্র নিম্নলিখিত বিধি, আইন ও নীতিমালা ব্যবহার করেছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তথ্যপ্রবাহ পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ কিংবা সংযতকরণের কাজে (সারণি-২)।

ছক ২ বাংলাদেশি মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা নির্বাচিত আইন, ধারা ও নীতিমালা

১.	দণ্ডবিধি ১৮৬০
২.	টেলিগ্রাফ আইন ১৮৮৫
৩.	কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিউর, ১৮৯৮
৪.	অফিশিয়াল সিক্রেট এ্যাক্ট, ১৯২৩
৫.	আদালত অবমাননা আইন, ১৯২৬ (২০১৩ সালে রহিতকরণ করা হয়েছে)
৬.	ফরেন রিলেশানস এ্যাক্ট, ১৯৩২
৭.	ওয়ারলেস টেলিগ্রাফ এ্যাক্ট, ১৯৩৩
৮.	ইনডিসেন্ট এডভারটাইজমেন্টস প্রোহিবিশান এ্যাক্ট, ১৯৬৩
৯.	ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইন ১৯৭৩
১০.	সংবাদপত্র কর্মচারী (চাকুরির শর্ত) আইন, ১৯৭৪
১১.	বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪
১২.	প্রেস কাউন্সিল আইন ১৯৭৪
১৩.	সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯
১৪.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ [অক্টোবর ৬, ২০১৩ সালে সংশোধিত]
১৫.	পলিসি গাইডলাইনস ফর এডভারটাইজমেন্টস এন্ড সাপ্লিমেন্টস ২০০৮
১৬.	কমিউনিটি রেডিও স্থাপন, সম্প্রচার ও পরিচালনা নীতিমালা ২০০৮
১৭.	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯
১৮.	সেন্সরশিপ অফ ফিল্ম এ্যাক্ট, ১৯৬৩
১৯.	জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪
২০.	ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (DSA) ২০১৮

পূর্বেই যেমন বলা হয়েছে এই আইন ও বিধিবিধানগুলোর মধ্যে সম্প্রতি সবচেয়ে বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (২০১৩ সালে সংশোধিত) এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন মূলত ডিজিটাল যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ২০০৬ সালের নভেম্বর মাসে খালেদা জিয়া সরকার প্রণয়ন করেছিল। ২০১৩ সালে শেখ হাসিনার সরকার এই আইনকে আরও বেশি শক্তিশালী করে, এর ফলে গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই কাউকে আটক করা যেতে পারে। এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে কার্যকর কারাদণ্ডের পরিমাণ ১০ বছর থেকে বাড়িয়ে ১৪ বছর করা হয় ২০১৩ সালের সংশোধনিতে এবং আইনটির ৫৭ ধারার অধীনে কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে তা অজামিনযোগ্য করা হয়। ৫৭ ধারার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি যদি ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কোনো কিছু প্রকাশ করে যা মিথ্যা, অশ্লীল, মানহানিকর অথবা যা কেউ পড়লে, দেখলে বা শুনলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হতে পারে তার জন্য তাকে অভিযুক্ত করার ক্ষমতাপ্রদান করা হয়। এতে আরও মামলাযোগ্য করা হয়েছে কোন বিষয়বস্তুর কারণে যদি আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয় বা ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত ঘটে বা সম্ভাবনা থাকে। ২০১৮ সালে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ

এর একটি গবেষণায় উলেখ করা হয় যে, এই আইনের "বিস্তৃত ও মাত্রাজ্ঞানহীন" ভাষাই এর অপপ্রয়োগের কারণ ঘটাবে। এই গবেষণায় দেখা যায়, ২০১৩ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৮ সাল অবধি এই আইনের অধীনে পুলিশ ১২৭১ জনের নামে অভিযোগপত্র দাখিল করে, যার বেশিরভাগই ছিল ৫৭ ধারায়।

২০১৮ সালের অক্টোবরে শেখ হাসিনা সরকার প্রবর্তিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ঔপনিবেশিক আমলের সরকারি গোপনীয়তা আইনকে অন্তর্ভুক্ত করে আরও কঠোরতর বিধান যুক্ত করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই আইনের পক্ষে যুক্তি দেখান যে, তা সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত। [৩৬] সরকার আরও দাবি করে যে, আইসিটি আইনের ৫৭ ধারার অস্পষ্টতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছে কিন্তু অধিকারকর্মীরা বলছেন যে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন আরও বিস্তৃত ও উদ্বেগজনক। এর বিশটি বিধানের মধ্যে ১৪টি অজামিনযোগ্য এবং শুধুমাত্র সন্দেহ হলে কোনো ওয়ারেন্ট ছাড়াই পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারে। চলমান কোভিড-১৯ অতিমারীতে এই আইনে মামলার পরিমাণ বেড়ে যায় ব্যাপক হারে। অধিকার নামে একটি মানবাধিকার সংস্থা দাবি করছে ২০২০ সালের প্রথম তিন মাসেই ৫৯ জন সাংবাদিক এই আইন দ্বারা হেনস্তার শিকার হয়েছে। [৩৭] এই আইনে গ্রেফতারের কারণসমূহের (যেমন, স্থানীয় প্রশাসনের সমালোচনা করা, আন্দোলনের খবর প্রকাশ, মানহানিকর মন্তব্য করা অথবা ধর্মীয় সম্প্রীতিতে আঘাত ইত্যাদি) অস্পষ্ট প্রকৃতিকে সমালোচনা করে সম্পাদক পরিষদ (Editors' Council) একটি বিবৃতি প্রকাশ করে [৩৮] ৩০শে জুন, ২০২০ সালে, যেখানে বলা হয়:

> ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন একটা গোষ্ঠীর হাতিয়ার হয়ে উঠেছে, যারা গণমাধ্যমবিরোধী ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাবিরোধী তাঁরা এই আইনের যথেচ্ছ ব্যবহার করছে। এবং তাদের উদ্দেশ্য হলো সাংবাদিকদের হয়রানি করা ও ভয়ভীতি দেখানো এবং দুর্নীতি ও জনগণের জন্য, বিশেষ করে দরিদ্রদের জন্য বরাদ্দ সরকারি তহবিলের অপব্যবহারের খবর প্রকাশে বাধা দেওয়া।

ফলে, সকল প্রকার গণমাধ্যমেই এই দশকে একটি ভয়ের সংস্কৃতি ও স্বেচ্ছা-সেন্সরশিপের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সাংবাদিকরা যে শুধু এর শিকার হচ্ছে তা নয়, তবে তাদের দুর্দশার প্রভাব পড়ছে সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনেও।

মূল পর্যবেক্ষণসমূহ

সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে তিনটি পরস্পরবিজড়িত বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের গণমাধ্যম মালিকানার ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। প্রথমত, অনেক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানই পারিবারের সদস্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দ্বিতীয়ত, বেশিরভাগ গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের মালিকই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে যুক্ত এবং সর্বশেষ, প্রায় সবগুলো গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের মালিকানাই বড় ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর হাতে, যাদের নানামুখী অর্থনৈতিক স্বার্থ রয়েছে। এই পর্যবেক্ষণগুলো নিচে আরও বিস্তৃত করা হলো:

পারিবারিক নেটওয়ার্ক

বাংলাদেশে পারিবারিক ব্যবসা বৈশ্বিক গড় বিকাশের তুলনায় দ্রুততর হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। [৩৯] যদিও পারিবারিক যোগাযোগ ও স্বজনপ্রীতি বাংলাদেশের মিডিয়া কোম্পানিগুলোর মালিকানার পাশাপাশি পরিচালনার ক্ষেত্রেও অতি পরিচিত একটি বিষয়, তারপরও এ বিষয়ের বিস্তৃতি ও গভীরতার দিকে প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেয়া হয়নি কখনো। কিছু দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। দেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী মিডিয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে ইস্ট-ওয়েস্ট

মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেড, যারা তিনটি জাতীয় দৈনিকের মালিক: কালের কণ্ঠ, বাংলাদেশ প্রতিদিন এবং দ্য ডেইলি সান। এছাড়াও, এই মিডিয়া গ্রুপের একটি অনলাইন নিউজ পোর্টাল banglanews24.com, একটি এফএম রেডিও স্টেশান Radio Capital এবং একটি টিভি চ্যানেল News24 রয়েছে। সম্প্রতি একটি প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, Titas Sports 24/6 নামে আরেকটি টিভি চ্যানেল যুক্ত হয়েছে এই কোম্পানিতে [৪০] জনাব সায়েম সোবহান আনভির এই মিডিয়া কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তার বাবা আহমেদ আকবর সোবহান (শাহ আলম নামেও পরিচিত) বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান। ইস্ট-ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেড বসুন্ধরারই একটি অঙ্গপ্রতিষ্ঠান। সায়েম সোবহান বসুন্ধরা গ্রুপের একাধিক কোম্পানিরও ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

এটাও দেখা গেছে যে, বিভিন্ন ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর মালিক হিসেবে একই পরিবারের সদস্যরা একাধিক মিডিয়া প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করেন। যেমন, দেশের প্রথম সারির একটি ব্যবসায়িক গোষ্ঠী এইচআরসি গ্রুপের মালিক সাঈদ হোসেন চৌধুরী দৈনিক যায়াযায়দিন পত্রিকার প্রকাশক। প্রভাবশালী একটি ইংরেজি সংবাদপত্র নিউ এইজ, মিডিয়া নিউ এইজ লিমিটেডের অধীনে প্রকাশিত হয়, যা কিনা এই একই ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এইচআরসি গ্রুপের সাথে সংশিষ্ট। অন্যদিকে, সাঈদ হোসেন চৌধুরীর ভাই সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি কর্ণফুলী গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক যার মিডিয়া প্রতিষ্ঠান হচ্ছে মিডিয়াসিন লিমিটেড, যারা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বাংলা দৈনিক ভোরের কাগজ প্রকাশ করে। কর্ণফুলী গ্রুপ দেশ টিভি নামে একটি টিভি চ্যানেলেরও মালিক। লক্ষ্যণীয় যে, একই পরিবারের সদস্যরা শুধু যে ভিন্ন ভিন্ন মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের মালিক তাই নয়, বরং তারা ভিন্ন ভিন্ন ধারার রাজনীতির সাথেও সংশিষ্ট। যেমন, সাঈদ হোসেন চৌধুরী যায়যায়দিন পত্রিকার মালিক, যেটি আওয়ামীবিরোধী হিসেবে ব্যাপক পরিচিত, আবার তার ভাই সাবের হোসেন চৌধুরী আওয়ামী লীগের একজন প্রভাবশালী এমপি। যমুনা গ্রুপের বাংলা দৈনিক যুগান্তর-এর ক্ষেত্রে পারিবারিক মালিকানার ধরনটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দৈনিক যুগান্তর-এর প্রকাশক সালমা ইসলাম মরহুম নুরুল ইসলাম বাবুলের স্ত্রী, যিনি কিনা যমুনা গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন। ২০২০ সালের ১৩ই জুলাই তার স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে সালমা ইসলাম বর্তমানে যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি নিজেও একজন সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য।

এইকভাবে, অপেক্ষাকৃত নতুন জাতীয় দৈনিক দেশ রূপান্তর-এর প্রকাশক জনাব মাহির আলী খান রাতুল রূপায়ন গ্রুপের মালিক ও ভাইস-চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী খান ওরফে মুকুল-এর ছেলে। এই একই ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর এশিয়ান টিভি ও দেশ রেডিওতেও বিনিয়োগ রয়েছে।

রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা

মিডিয়া মালিকানায় দলীয় রাজনীতির সংশ্লিষ্টতা ও প্রভাব বাংলাদেশের আরেকটি সর্বজনবিদিত ব্যাপার। [৪১] এক্ষেত্রে চার ধরনের সংশ্লিষ্টতা দেখা যায়। প্রথমত, কোনো মিডিয়া প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স পাবে কিনা তার অনেকটাই নির্ভর করে উদ্যোক্তার সাথে সরকারের সম্পর্কের উপরে। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা নিজেরাই মিডিয়া মালিকানার সাথে জড়িত হন। তৃতীয়ত, ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী রাজনীতিবিদরা বিভিন্ন ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স পাইয়ে দিতে তদবির করেন। চতুর্থত, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত যারা তাদের হাতে মিডিয়ার মালিকানা হস্তান্তর ঘটে থাকে। উদ্যোক্তা ও ক্ষমতাসীনের মধ্যে সম্পর্ক খুব সহজেই সনাক্ত করা যায় ১৯৯৬ সালের পর থেকে বিভিন্ন সরকারের আমলে অনুমোদিত টিভি চ্যানেলগুলোর তালিকার দিকে তাকালে।

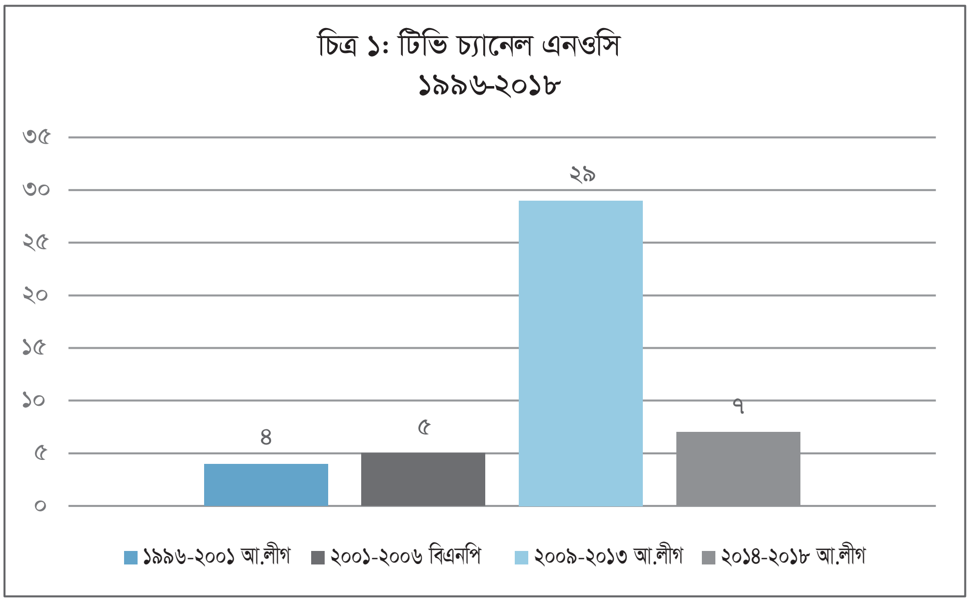

উৎস: পরিশিষ্ট ৩

১ নম্বর চিত্র পরিষ্কারভাবেই বোঝাচ্ছে যে কোন সরকারের আমলে কতগুলো টিভি চ্যানেলকে এনওসি (অনাপত্তিমূলক পত্র) প্রদান করা হয়েছে। ২০০৯ সালের পর থেকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ, সরাসরি তাদের দলীয় ব্যক্তি বা সরকারের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য রয়েছে এমন ব্যক্তিদের টিভি লাইসেন্স প্রদান করে আসছে। ২০০৯ সালের অক্টোবর মাসে মাত্র একদিনেই দশটি টিভি লাইসেন্স বন্টন করা হয়েছিল।

একই ব্যাপার প্রিন্ট মিডিয়ার ক্ষেত্রেও খাটে। যেমন, ঢাকা ট্রিবিউন ও বাংলা ট্রিবিউন - উভয়েরই মালিক জেমকন গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান টুএ মিডিয়া লিমিটেড যার ভাইস চেয়ারম্যান হচ্ছেন আওয়ামী লীগের একজন সাংসদ কাজী নাবিল আহমেদ। মোহনা টিভি ও দুরন্ত টিভি, যারা যথাক্রমে ২০১০ ও ২০১৭ সালে লাইসেন্স পেয়েছে, দুটিরই মালিক ক্ষমতাসীন দলের এমপি কামাল আহমেদ মজুমদার এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম। কৌতূহলোদ্দীপক যে, প্রাথমিকভাবে মোহনা টিভির মালিক হিসেবে যারা ছিলেন তাদের অনেকেই কামাল আহমেদ মজুমদারের কাছের লোকদের কাছে নিজ নিজ শেয়ার বিক্রি করে দেন। ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, লাইসেন্স পাওয়ার চার মাস পর বেলাল হোসেন ভূঁইয়া, সৈয়দ বজলুল করিম, মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন ও রবিন সিদ্দিকী তাদের সব শেয়ার বিক্রি করেন আমান গ্রুপের চেয়ারম্যান ও মার্কেন্টাইল ব্যাংক এর পরিচালক এম আমানুলাহ-এর কাছে। চ্যানেলটির চেয়ারম্যান কামাল আহমেদ মজুমদার। তার দুই ছেলে শাহেদ আহমেদ মজুমদার, জিয়াউদ্দীন আহমেদ মজুমদার, তাদের স্ত্রী, আওয়ামী লীগের এমপি হামিদা বানু ও সজীব কর্পোরেশনের মালিক এম এ হাসেম চ্যানেলটির পরিচালক। দুরন্ত টিভি চ্যানেলটি পরিচালিত হয় বারিন্দ মিডিয়া লিমিটেডের মাধ্যমে, যা কিনা পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমের মালিকানাধীন রেনেঁসা গ্রুপের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান।

শুধু যে ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকদেরই লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে তাই নয়, বরং আগে থেকেই যেসব চ্যানেল রয়েছে সেগুলোরও মালিকানার হাতবদল ঘটছে হয় ক্ষমতাসীন দলের লোকজনের কাছে, অথবা তাদের কাছে, যাদেরকে ক্ষমতাসীনরা নিজেদেরর জন্য অন্তত নিরাপদ মনে করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯৯৯ সালে টেন টিভি নামে

একটি চ্যানেলের লাইসেন্স প্রদান করা হয় সাজ্জাত আলীকে। ২০০১ সালে যখন বিএনপি ক্ষমতায় আসে, চ্যানেলটির মালিকানায় হাতবদল ঘটে। ২০০৩ সালের জানুয়ারি মাসের ৩০ তারিখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কাছের লোক ও বিএনপি নেতা মোহাম্মদ মোসাদ্দেক আলী টিভি চ্যানেলটির লাইসেন্স কিনে নেন সাজ্জাত আলীর কাছ থেকে, এবং নাম পাল্টে এনটিভি করেন। সাবেক বিএনপি নেতা মুশফিকুর রহমান এমপিকে দেশ টিভির জন্য লাইসেন্স দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে এর বেশিরভাগ শেয়ারই কিনে নেন আওয়ামী লীগের সাংসদ সাবের হোসেন চৌধুরী।

সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করে টিভি চ্যানেল বন্ধ করে দেয়া এবং রাজনৈতিক কারণে মালিকানার হাতবদলের সম্ভবত সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ একুশে টেলিভিশন (ইটিভি)। চ্যানেলটি চালু হয় ২০০০ সালের এপ্রিল মাসে আওয়ামী লীগের আমলে। ব্রিটিশ সাংবাদিক সাইমন ড্রিং ও স্থানীয় ব্যবসায়ী ফরহাদ মাহমুদের যৌথ উদ্যোগে চ্যানেলটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। সরকার ১৫ বছরের টেরেসট্রিয়াল লাইসেন্স প্রদান করে। কিন্তু বিএনপি ক্ষমতায় আসার পরপরই চ্যানেলটির লাইসেন্স প্রদানের ব্যাপারে কিছু প্রায়োগিক বিষয়কে কেন্দ্র করে একটি মামলা দায়ের করা হয়। আশ্চর্যজনকভাবে মামলাটি দায়ের করেন সাংবাদিক ইউনিয়নের একজন নেতা। কিন্তু "২০০২ সালে, বাংলাদেশের একটি আদালত লাইসেন্স আবেদনে প্রায়োগিক অনিয়মের অভিযোগ এনে বেসরকারি একুশে টেলিভিশন (ইটিভি) -এর সম্প্রচার বন্ধের নির্দেশ দেয়, যে সিদ্ধান্তটির পেছনে বিএনপি সরকারের হাত ছিলো বলে ব্যাপকভাবে ধারণা করা হয় ।" [৪২] স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি তদন্ত শুরু করলে সাইমন ড্রিং এর কাজের অনুমোদন বাতিল করা হয়। [৪৩] দীর্ঘদিন আইনি লড়াইয়ের পর ২০০৭ সালে চ্যানেলটি পুনরায় সম্প্রচার শুরু করে। [৪৪] চ্যানেলটির মালিকানা মূলত সরকার সমর্থক ব্যক্তিদের হাতেই থেকে যায়। যদিও পরিচালনা পর্ষদে নানা সমাহারে শেষ পর্যন্ত চ্যানেলটির দায়িত্ব পড়ে বিএনপিপন্থী ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত আবদুস সালামের হাতে। ২০১৫ সালের ৬ই জানুয়ারি ইটিভি চেয়ারম্যান আবদুস সালামকে 'পর্নগ্রাফি আইনে' মামলা দেয়ার পর গ্রেফতার করা হয় এবং জেলে পাঠানো হয়। "শেখ হাসিনা সরকারকে উৎখাত করার আগ পর্যন্ত তার সমর্থকদের ঘরে ফিরে না যাওয়ার আহ্বান জানানো তারেক রহমানের (বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার ছেলে ও নির্বাসিত বিএনপি নেতা) দেয়া বক্তব্য বেশি মাত্রায় প্রচার করার অভিযোগে" [৪৫] চ্যানেলের সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়ার পরপরই মামলা ও গ্রেফতারের ঘটনা ঘটে। দেশটিতে জানুয়ারির ৫ তারিখ থেকেই রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ছিল যেদিন সকল বিরোধীদল বর্জিত বিতর্কিত সাধারণ নির্বাচনের এক বছর পূর্তী হয়। ২০১৫ সালের নভেম্বরের ২৫ তারিখের মধ্যে চ্যানেলটির মালিকানা পরিবর্তিত হয়, এস আলম গ্রুপ চ্যানেলটি কিনে নেয়। [৪৬]

বন্দর নগরী চট্টগ্রামে অবস্থিত বিজয় টিভি চ্যানেলটিরও ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একাধিকবার মালিকানা পরিবর্তিত হয়। ২০০৬ সালে চট্টগ্রামের সাবেক মেয়র ও বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা মহিউদ্দীন আহমেদকে একটি লাইসেন্স প্রদান করা হয়। সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ২০০৭-০৮ সালে তার বিরুদ্ধে একটি মামলা হয় এবং লাইসেন্স প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। যদিও ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় ফিরে আসার পর পুনরায় লাইসেন্স দেয়া হয় তাকে। চ্যানেলটির পরিচালকদের মধ্যে মহিউদ্দীন আহমেদের স্ত্রী হাসিনা মহিউদ্দীন ও তাদের সন্তান চৌধুরী মহিবুল হাসান রয়েছেন। এক পর্যায়ে তারা তাদের শেয়ার এটিএন বাংলার মালিক মাহফুজুর রহমান ও তার স্ত্রী ইভা রহমানের কাছে হস্তান্তর করেন। জানা যায় ৩৫% শেয়ার বিনামূল্যে হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে এই শেয়ারগুলো আবার আহমেদ পরিবারের তত্ত্বাবধানে কিনে নেয়া হয় ২০১৩ সালে। ২০১৯ সালে চৌধুরী মহিবুল হাসান শিক্ষা উপমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। [৪৭]

ব্যবসায়িক স্বার্থসমূহ

বাংলাদেশের গণমাধ্যম জগতের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গত দুই দশকে একাধিক মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসেবে বৃহৎ ব্যবসায়িক গোষ্ঠী বা কনগ্লমারেট গুলোর ব্যাপক উপস্থিতি। এই মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু যে তাদের নানাবিধ অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে তাই নয়, বরং নীতি নির্ধারণীতেও প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা প্রদান করেছে। উদাহরণস্বরূপ, দেশের দুটি প্রভাবশালী বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার এর মালিক কোম্পানি দুটি (মিডিয়া স্টার লিমিটেড ও মিডিয়া ওয়ার্ল্ড লিমিটেড) ট্রান্সকম গ্রুপের সাথে জড়িত যাদের ব্যবসায়িক খাত পানীয় থেকে বীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। সম্প্রতি এই দুটি সংবাদপত্র দাবি করে যে, ট্রান্সকম লিমিটেডের অধীন এস্কায়েফ ফার্মাসিউটিকেলস লিমিটেডই হলো প্রথম কোম্পানি যারা রেমডিসিভির উৎপাদন করবে যে ঔষুধটি দেশে কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয় বলে জানা যায়। পরবর্তীতে তাদের ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বী বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিকেলস লিমিটেড এই দাবির বিরোধিতা করে। [৪৮]

আমাদের বিশ্লেষণ করা ৪৮টি মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বেশিরভাগই বিভিন্ন বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত। যদিও বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে তুলনা করলে বাংলাদেশে এই প্রবণতা ব্যতিক্রম কিছু নয়, তবে আরও বিস্তারিত খতিয়ে দেখলে হয়তো মিডিয়া প্রতিষ্ঠান ও তাদের মালিক ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে স্বার্থভিত্তিক জটিল সম্পর্কের ব্যাপারটি উন্মোচিত হতে পারে। ব্যবসায়িক স্বার্থ ও মিডিয়ার মধ্যে অন্তঃসম্পর্কের ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপাদান হচ্ছে বিভিন্ন ব্যবসায়িক খাতের সাথে ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলো এবং/অথবা তাদের পরিচালকদের মধ্যকার যোগসূত্রের ব্যাপকতা। এই প্রতিবেদনে মিডিয়া মালিকানার প্রেক্ষাপট নিয়ে সীমিত আকারের যে জরিপ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তাতে চারটি খাতে মিডিয়া মালিকদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়: ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমা, জ্বালানী ও আবাসন। এই প্রতিটি খাতই গত কয়েক বছরে আজেবাজে কারবার ও ক্ষমতাসীনদের সাথে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার জন্য মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

নিচে সারণি ৩ এবং ৪ নম্বরে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে জড়িত ব্যবসায়িক গোষ্ঠী ও ব্যক্তিদের তালিকা প্রদান করা হয়েছে।

ছক ৩: মিডিয়া মালিকদের বিভিন্ন খাত ভিত্তিক ব্যবসায়িক স্বার্থ

ব্যবসায়িক খাত	মিডিয়ার মালিক গোষ্ঠীসমূহ	কোম্পানি/প্রকল্পের নাম	মন্তব্য	সর্বমোট
	রূপায়ন গ্রুপ	রূপায়ন এলপিজি এন্ড পেট্রোলিয়াম লিমিটেড		
	এটিএন	বুমিং ডেইল অয়েল কোম্পানি লিমিটেড	এম এন্ড এইচ টেলিকম লিঃ এর পরিচালক এইচ. এম. ইব্রাহিম, এমপি নিজেও বুমিং ডেইল অয়েল কোম্পানি লিমিটেডের একজন পরিচালক ও শেয়ারহোল্ডার।	
	আরএকে সিরামিকস	আরএকে পাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেড		

বিদ্যুৎ	বসুন্ধরা গ্রুপ	বসুন্ধরা এলপি গ্যাস লিমিটেড		১৬
	বেঙ্গল গ্রুপ	পাওয়ার ইউটিলিটি বাংলাদেশ লিমিটেড		
	বেক্সিমকো গ্রুপ	বেক্সিমকো পেট্রোলিয়াম, বেক্সিমকো পাওয়ার, গাইবান্ধায় ২০০ মেগাওয়াটের সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র, ৫৪০ মেগাওয়াটের কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র		
	সিটি গ্রুপ	সিএসআই পাওয়ার এন্ড এনার্জি লিমিটেড		
	এসএ পরিবহন	এস.আর.এস. গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড		
	এস আলম গ্রুপ	এস. এস. পাওয়ার লিমিটেড, এস.এস. পাওয়ার ২ লিমিটেড, কর্ণফুলী প্রাকৃতিক গ্যাস লিমিটেড, শাহ আমানত প্রাকৃতিক গ্যাস কো. লিমিটেড		
	মোহাম্মদী গ্রুপ	দেশ এনার্জি লিমিটেড, দেশ ক্যামব্রিজ কুমারগাঁও পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড, দেশ এনার্জি চাঁদপুর পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড, মাটি ন্যাচারাল লিমিটেড		
	মেঘনা গ্রুপ	এভারেস্ট পাওয়ার জেনারেশান কোম্পানি		
	ইমপ্রেস গ্রুপ	ইমপ্রেস এনার্জি এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড	নেক্সট স্পেস লিমিটেড রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পের জন্য সয়েল স্ট্যাবিলাইজারের কাজের প্রথম স্বাক্ষরকৃত সাবকন্ট্রাক্ট পায়।	
	গাজী গ্রুপ	গাজী গ্যাস স্টোভ, গাজী রিনিউয়েবল এনার্জি		
	ওরিয়ন গ্রুপ	ওরিয়ন পাওয়ার মেঘনাঘাট লিমিটেড, ডাচ বাংলা পাওয়ার এন্ড এসোসিয়েট লিমিটেড, ডিজিটাল পাওয়ার এন্ড এসোসিয়েট লিমিটেড, ওরিয়ন পাওয়ার খুলনা লিমিটেড, ওরিয়ন পাওয়ার ঢাকা লিমিটেড, ওরিয়ন গ্যাস লিমিটেড		
	জেমকন গ্রুপ	জেমকন রিনিউয়েবল এনার্জি টেকনোলজি লিমিটেড		
	ইউনিক গ্রুপ	ইউনিক মেঘনাঘাট পাওয়ার লিমিটেড		

রিয়েল-এস্টেট	এশিয়ান গ্রুপ	এশিয়ান হাউজিং লিমিটেড		১৩
	রূপায়ন	রূপায়ন হাউজিং এস্টেট লিমিটেড, রূপায়ন ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড, রাতুল প্রোপার্টিজ, রূপায়ন সিটি উত্তরা, রূপায়ন হোটেল এন্ড রিসোর্টস		
	আরএকে সিরামিকস	রাকিন ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি (বিডি) লিমিটেড, পলী প্রোপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড, আশালয় হাউজিং এন্ড ডেভেলপার লিমিটেড, মারিনা প্রোপার্টি (বিডি) লিমিটেড		
	বসুন্ধরা গ্রুপ	বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপেক্স, ইস্ট ওয়েস্ট প্রোপার্টি ডেভেলপমেন্ট (প্রাইভেট) লিমিটেড, রিভারভিউ হাউজিং প্রজেক্ট		
	বেঙ্গল গ্রুপ	বেঙ্গল কনসেপ্ট এন্ড হোল্ডিং লিমিটেড		
	এনটিভি	রোজা প্রোপার্টিজ, রোজা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক লিমিটেড		
	মোহাম্মদী গ্রুপ	এমজি প্রোপার্টিজ লিমিটেড		
	কর্ণফুলী গ্রুপ	কর্ণফুলী গার্ডেন সিটি, এইচআর ভবন		
	যমুনা গ্রুপ	যমুনা ফিউচার পার্ক		
	ডিবিসি	এজি গ্রিন পোপার্টি ডেভেলপমেন্টস লিমিটেড, এজি প্রোপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড		
	ইউনিক গ্রুপ	বোরাক রিয়েল এস্টেট প্রাইভেট লিমিটেড, ইউনিক হোটেল এন্ড রিসোর্ট লিমিটেড, ইউনিক প্রোপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড		
	জেমকন গ্রুপ	জেমকন সিটি লিমিটেড		
	এইচআরসি গ্রুপ	এইচআরসি প্রোপার্টিজ লিমিটেড, বাংলাদেশ ল্যান্ড লিমিটেড, হামিদ প্রোপার্টিজ লিমিটেড		
	এটিএন	অগ্রণী ইনসুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	এমএন্ডএইচ টেলিকম লিমিটেডের পরিচালক এইচ. এম. ইব্রাহিম এমপি অগ্রণী ইনসুরেন্স-এরও পরিচালক	

ইন্সুরেন্স	আরএকে সিরামিকস	মার্কেনটাইল ইনসুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	বাংলাভিশনের চেয়ারম্যান আব্দুল হক মার্কেনটাইল ইনসুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডেরও একটা স্পন্সর ডাইরেক্টর।	১১
	বেঙ্গল গ্রুপ	ন্যাশনাল লাইফ ইনসুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, দেশ জেনারেল ইনসুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড		
	সিটি গ্রুপ	ঢাকা ইনসুরেন্স লিমিটেড	ফজলুর রহমানের কন্যা সম্পা রহমান এর ভাইস চেয়ারম্যান	
	এস আলম গ্রুপ	নর্দার্ন জেনারেল ইনসুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড		
	ইউনিক গ্রুপ	চার্টার্ড লাইফ ইনসুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	পরিচালক নুর আলী	
	কর্ণফুলী গ্রুপ	রিপাবলিক ইনসুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড		
	ডিবিসি	স্বদেশ লাইফ ইনসুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড		
	এনটিভি	ইউনিয়ন ইনসুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড		
	ট্রান্সকম গ্রুপ	রিলায়েন্স ইনসুরেন্স লিমিটেড		
	মেঘনা গ্রুপ	বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইনসুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড		
ব্যাংক	বেঙ্গল গ্রুপ	বেঙ্গল কমার্সিয়াল ব্যাংক (২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুমোদিত), মার্কেনটাইল ব্যাংক লিমিটেড		
	বেক্সিমকো গ্রুপ	আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড		
	সিটি গ্রুপ	যমুনা ব্যাংক		
	এস আলম গ্রুপ	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড		
	ট্রান্সকম গ্রুপ	পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	পূবালী ব্যাংকের স্টেকহোল্ডার	
	ইউনিক গ্রুপ	মার্কেনটাইল ব্যাংক লিমিটেড	এম. আমানুলাহ	

ব্যাংক	হামীম গ্রুপ	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক	একে আজাদ এই ব্যাংকের পরিচালক, এর আগে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন	১১
	এইচআরসি গ্রুপ	ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড		
	মেঘনা গ্রুপ	মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড		
	গাজী গ্রুপ	যমুনা ব্যাংক লিমিটেড		
	ডিবিসি	মার্কেনটাইল ব্যাংক লিমিটেড, মেঘনা ব্যাংক	ডিবিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হচ্ছেন মো. শহিদুল আহসান, তিনি মার্কেনটাইল ব্যাংক লিমিটেডের স্পন্সর ডাইরেক্টর এবং মেঘনা ব্যাংকের শেয়ারের মালিক	
অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ[৪৭]	আরএকে সিরামিকস	রয়াল গ্রিন সিকিউরিটিজ লিমিটেড আরএকে সিকিউরিটিজ এন্ড সার্ভিস প্রাইভেট লিমিটেড, আরএকে ক্যাপিটাল লিমিটেড	বাংলাভিশনের চেয়ারম্যান আবদুল হক রয়াল গ্রিন সিকিউরিটিজ লিমিটেড-এরও চেয়ারম্যান	১২
	বেঙ্গল গ্রুপ	ন্যাশনাল ফাইনান্স লিমিটেড		
	এস আলম গ্রুপ	রিলায়েন্স ফাইনান্স লিঃ, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামি ক্যাপিটাল এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ, রিলায়েন্স ব্রোকারেজ সার্ভিস লিঃ		
	বেক্সিমকো গ্রুপ	বেক্সিমকো সিকিউরিটিজ লিমিটেড		
	ডিবিসি	মার্কেনটাইল ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেড, ন্যাশনাল ক্রেডিট রেটিংস লিমিটেড		
	ইমপ্রেস গ্রুপ	ইমপ্রেস ক্যাপিটাল লিমিটেড		
	কর্ণফুলী গ্রুপ	এইচআর সিকিউরিটিজ, ফিনভেস্ট ফাইনানশিয়াল সার্ভিসেস		
	লঙ্কাবাংলা	লঙ্কাবাংলা সিকিউরিটিজ লিমিটেড (LBSL), লঙ্কাবাংলা ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড (LBIL) এবং লঙ্কাবাংলা এসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (LBAMCL).		
	মেঘনা গ্রুপ	ঢাকা সিকিউরিটিজ লিমিটেড		

	এনটিভি	এমএএইচ সিকিউরিটিজ লিমিটেড	মোসাদ্দেক আলী ফালু হচ্ছেন এর চেয়ারম্যান	
	স্কয়ার গ্রুপ	স্কয়ার সিকিউরিটিজ ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড		
	ট্রান্সকম গ্রুপ	ন্যাশনাল হাউজিং ফাইনান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড		

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত এখন অতিমাত্রায় ঋণখেলাপির জন্য বিখ্যাত। আকাশছোঁয়া খেলাপি ঋণের পরিমাণকে প্রায়শই 'অভিশাপ' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বিশ্ব ব্যাংকের ২০১৯ সালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রতিবেদন [৫০] অনুযায়ী ঋণখেলাপের হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে (১১.৪ শতাংশ)। একজন আলোচক লিখেছিলেন [৫১]:

> বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতায় থাকা রাজনৈতিক দলগুলোর নিরবিচ্ছিন্ন পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে ঋণখেলাপি একটি অসুস্থ সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। খেলাপি ঋণের পরিমাণ ও ঋণখেলাপিদের সংখ্যা বাড়ছেই, যা ব্যাংকিং খাতকে তলাবিহীন ঝুড়িতে পরিণত করেছে এবং ব্যাংকারদের জনগণের টাকা আত্মসাৎকারীদের সহযোগীতে পরিণত করেছে।

ছক ৪: ব্যাংকের সাথে জড়িত ব্যক্তিগণ

ব্যবসায়িক গোষ্ঠী	ব্যক্তি, পদ ও ব্যবসায়িক গোষ্ঠী	ব্যাংকের নাম
এইচআরসি	এ.এস.এম. শহিদুলাহ খান, মিডিয়া নিউ এইজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক	চেয়ারম্যান, ওয়ান ব্যাংক
এইচআরসি	জহুর উলাহ, পরিচালক	পরিচালক, ওয়ান ব্যাংক
বেক্সিমকো	সালমান এফ রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান	চেয়ারম্যান, আইএফআইসি ব্যাংক
স্কয়ার	নিহাদ কবীর, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইরেক্টর	নমিনেটেড ডাইরেক্টর, ব্র্যাক ব্যাংক
স্কয়ার	আনিকা চৌধুরী, স্কয়ার ফারমাসিউটিকেলস এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক	পরিচালক, মিচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক
ইউনিক	কাজী মোহাম্মদ সাত্তার স্বাধীন পরিচালক	স্বাধীন পরিচালক ব্র্যাক ব্যাংক
ইউনিক	চৌধুরী নাফিস শরাফত, ইউনিক মেঘনাঘাট পাওয়ার এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক	চেয়ারম্যান পদ্মা ব্যাংক
ইউনিক	সেলিনা আলী, চেয়ারপারসন	পরিচালক, ইস্টার্ন ব্যাংক
এস আলম	মোহাম্মদ আরশেদ (এস আলমের কর্ণফুলী প্রাকৃতিক গ্যাস)	পরিচালক বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক

ব্যবসায়িক গোষ্ঠী	ব্যক্তি, পদ ও ব্যবসায়িক গোষ্ঠী	ব্যাংকের নাম
এস আলম	আব্দুস সামাদ (লাবু), ভাইস চেয়ারম্যান	চেয়ারম্যান, আল আরাফাহ ইসলামি ব্যাংক
এস আলম	মোস্তফা সাইফুল আলম	চেয়ারম্যান ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামি ব্যাংক
গাজী	গাজী গোলাম আশরিয়া, পরিচালক	পরিচালক, যমুনা ব্যাংক
গাজী	গাজী গোলাম মুর্তজা, পরিচালক	পরিচালক, যমুনা ব্যাংক
সিটি গ্রুপ	ফজলুর রহমান, চেয়ারম্যান	চেয়ারম্যান, যমুনা ব্যাংক
সিটি গ্রুপ	এমডি. হাসান, পরিচালক	পরিচালক, যমুনা ব্যাংক
কর্ণফুলী	ওবায়দুল কবির খান, রিপাবলিক ইনসুরেন্স কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক	পরিচালক, যমুনা ব্যাংক
বেঙ্গল	মোর্শেদ আলম, চেয়ারম্যান	পরিচালক, মার্কেনটাইল ব্যাংক
বেঙ্গল	এ.এস.এম. ফিরোজ আলম, পরিচালক, আরটিভি	পরিচালক, মার্কেনটাইল ব্যাংক
ডেইলি অবজারভার	এ.কে.এম. শাহীদ রেজা, পরিচালক	পরিচালক, মার্কেনটাইল ব্যাংক
মেঘনা	মোস্তফা কামাল, চেয়ারম্যান	পরিচালক, মধুমতি ব্যাংক
মেঘনা	তানজিমা বিনতে মোস্তফা	পরিচালক, মধুমতি ব্যাংক
মেঘনা	তানভীর আহমেদ মোস্তফা	পরিচালক, মধুমতি ব্যাংক
হামীম	একে আজাদ, চেয়ারম্যান	পরিচালক, শাহজালাল ইসলামি ব্যাংক

২০১৯ সালে বাজেট অধিবেশনের সময়, সংসদে প্রকাশিত হয় যে সর্বোচ্চ ঋণখেলাপিদের প্রথম ৩০০ জনের মধ্যে একাধিক মিডিয়া মালিক রয়েছেন। ২০১৯ সালে প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে প্রেসব্রিফিংয়ে ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে সরকারের ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে বলেন: "আপনারা যদি দেখেন পত্রিকা মালিক কারা, পত্রিকা মালিকরা কোন ব্যাংক থেকে কতো টাকা নিয়েছেন, তারা তা ফেরৎ দিয়েছেন কিনা বা কতো টাকা শোধ করেছেন, এই হিসেবটা জানা থাকলে, এরকম প্রশ্ন আসতো না।" [৫২] তিনি আরও বলেন, "আপনাদের মালিকদের গিয়ে বলেন ঋণ শোধ করতে।" [৫৩] ২০২০ সালের ৬ই জুলাই ঋণখেলাপির অভিযোগে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ওয়ান ব্যাংকের চেয়ারম্যান সাঈদ হোসেন চৌধুরীকে প্রত্যাহার করার কথা জানা যায়। তিনি এইচআরসি গ্রুপেরও চেয়ারম্যান, যার মালিকানাধীন দুটি পত্রিকা রয়েছে। [৫৪] একাধিক মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের মালিক বেক্সিমকো গ্রুপের ব্যাপারটিও উল্লেখযোগ্য। বেক্সিমকোর ব্যাপারটি ২০১৬ থেকেই মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। [৫৫] ২০১৫ সালে খেলাপি ঋণ পরিশোধের জন্য সুযোগ দেয়ার পরও তা শোধ না করায় যাদেরকে ২০১৭ সালে পুনরায় সুযোগ দেয়া হয় তাদের মধ্যে বেক্সিমকো গ্রুপ একটি। [৫৬] যদিও আরও কয়েকটি কোম্পানি রয়েছে যারা ঋণখেলাপির সাথে জড়িত।

মিডিয়া মালিকদের বিদ্যুৎখাতে বিনিয়োগ ও যোগসূত্রের ব্যাপারটি বেশ আগ্রহোদ্দীপক এবং ২০১০ সালের পর থেকে এই খাতে অগ্রগতির প্রেক্ষাপট মাথায় রেখেই ব্যাপারটি বোঝা দরকার; বিশেষ করে, সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা বন্টনের ব্যবস্থা হিসেবে কীভাবে এই খাতটি ব্যবহৃত হয়েছে। গত এক দশকে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ খাতে বিশেষ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণে একটি জোয়ার লক্ষ্য করা গেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে বিদ্যুতের চাহিদাও বেড়েছে লক্ষণীয় মাত্রায়। ২০০৯ সালে বর্তমান সরকার যখন ক্ষমতায় আসে, সর্বমোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ৪৯৪২ মেগাওয়াট, যা ২০২০ সালের শেষ নাগাদ এসে দাঁড়ায় ২৩,৭৭৭ মেগাওয়াটে। [৫৭] বিদ্যুৎ উৎপাদনের এই উন্নতি অর্জিত হয়েছে রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল প্ল্যান্ট অনুমোদনের বিতর্কিত পদক্ষেপ নেবার মাধ্যমে। ২০১০ সালে সরকারের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা নিয়ে মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্যান্ট (QRPPs) বসানোকে স্বল্পমেয়াদে বিদ্যুতের ঘাটতি পূরণের প্রধান কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনার অধীনে ২০১২ সাল নাগাদ মোট ২০টি কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্টের অনুমতি দেয়া হয়, যার মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১০০০ মেগাওয়াটেরও বেশি। [৫৮] ২০১০-১১ সালে সিদ্ধান্ত ছিল যে এই বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো বেসরকারি উদ্যোগে স্থাপন করা হবে, এবং সরকার কিছুদিনের জন্য এই কেন্দ্রগুলো থেকে বিদ্যুৎ কিনে নিবে, ৩-৫ বছরের মতো, যতদিন পর্যন্ত না সরকার স্থায়ীভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করছে। এই চুক্তিগুলো নো-বিড (টীকা: যে চুক্তির জন্য কোনো দরপত্র আহ্বান না করে সরাসরি কোনো কোম্পানির সাথে চুক্তি করা হয়) প্রক্রিয়ায় করা হয় এবং সরকারকে রেহাই (ইমিউনিটি) দেবার জন্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ প্রণীত হয়, বিশেষজ্ঞরা যাকে 'সংবিধানবিরোধী' বলে সমালোচনা করছেন। [৫৯] ২০১৫ সালে বিশ্ব ব্যাংক কুইক রেন্টাল ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে উঠিয়ে নেয়ার জন্য তাগিদ দেয়। [৬০] কিন্তু উল্টো কুইক রেন্টাল ব্যবস্থা বিদ্যুৎ উৎপাদনের মূল স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর তথ্য অনুযায়ী ২০২০ সাল নাগাদ রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল মিলিয়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা ২৭টি, যার মধ্যে ১৬টিই কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র। উদ্যোক্তাদের সাথে নো-বিড চুক্তির বিষয়টি থেকেই ক্ষমতাসীনদের সাথে রাজনৈতিক যোগাযোগের আভাস পাওয়া যায়। এবং যেই পরিমাণ ভর্তুকি এদেরকে দেয়া হয়েছে গত এক দশকে, তার থেকে একটি বিতর্ক জন্ম নেয় যে এটি আদতে পৃষ্ঠপোষকতা বণ্টনেরই কৌশল কিনা। ২০২০ সালের জুন মাসে, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন যে, সরকার ৫২,২৬০ কোটি টাকার ভর্তুকি দিয়েছে বিদ্যুৎ খাতে। [৬১] আরেকটি সংবাদ প্রতিবেদনে দেখা যায়, সরকার এই কেন্দ্রগুলোতে উৎপাদিত কোনো বিদ্যুতের ব্যবহার না করেই ক্যাপাসিটি চার্জ হিসেবে ৬৪,০০০ কোটি টাকা প্রদান করেছে। [৬২] ২০১০ অর্থবছরের পর থেকে এই পরিমানটি ক্রমাগত বেড়ে প্রায় ১৭৯০ কোটি টাকা থেকে ৮০২৯ কোটি টাকায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে ২০১৯ অর্থবছরে। [৬৩]

বিগত দশকগুলোতে ব্যাপক নগরায়ন, মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ এবং বেসরকারি ব্যাংকগুলো থেকে সহজ ঋণপ্রাপ্তির সুবিধার কারণে আবাসন ব্যবসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ২০১৯ সালে এই খাত জিডিপিতে অবদান রাখে ৭.৮ শতাংশ। [৬৪] এই বিকাশ আবাসন কোম্পানিগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধির এবং বাণিজ্যিক সংস্থা রিহ্যাব (রিয়েল এস্টেট এন্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ)-এর উত্থানের পথ তৈরি করে দিয়েছে। তবে, বিশেষ করে ঢাকা ও আশেপাশের অঞ্চলে জমির অভাবের কারণে, এই কোম্পানিগুলোর নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে ও বিবেকবর্জিত উপায়ে জমি আয়ত্ব করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। গবেষকরা যেমন বলছেন:

> অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সীমিত পরিমাণের জমি ডেভেলপারদের এই নীতিমালাগুলো লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্ররোচিত করছে। ডেভেলপার, নিয়ন্ত্রক ও নিয়ন্ত্রণের কাজকর্ম তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকা উচ্চপর্যায়ের সরকারি কর্মচারিদের গোপন আঁতাত আইন ও আদালতের নির্দেশ - দুটিরই অকার্যকারিতাকে নিশ্চিত করেছে। [৬৫]

মিডিয়ার মালিক ও তাদের কোম্পানিগুলোর মধ্যে সম্পর্ককে এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েই খতিয়ে দেখতে হবে আমাদের। প্রধান প্রধান পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলের মালিক এমন অনেক ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গত দুই দশকে আবাসন ব্যবসার জন্য ভূমি দখলের গুরুতর অভিযোগের তথ্য রয়েছে। [৬৬] প্রাসঙ্গিক আইন অমান্য করে প্রভাবশালী কিছু রিয়েলটর (স্থাবর সম্পত্তির নিযুক্তক) রাজধানী ও আশেপাশের এলাকার জলাশয়, ফ্লাড-ফ্লো জোন (বন্যা-প্রবাহ এলাকা) দখল করার মাধ্যমে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি ও আবাসন প্রকল্পের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। [৬৭] কাজেই এটা কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার নয় যে, বাংলাদেশি গণমাধ্যমে রিয়েলটরদের ভূমিদখল বিষয়ে বিস্তারিত কোনো অনুসন্ধানী প্রতিবেদন খুবই দুর্লভ।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে, ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলো প্রায়শই তাদের মিডিয়া প্রতিষ্ঠানকে প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলোর সমালোচনা ও নিন্দা করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে । যার একটি উদাহরণ হচ্ছে যমুনা গ্রুপ ও বসুন্ধরা গ্রুপের মধ্যে রেষারেষির ব্যাপারটি প্রায়শই তাদের মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর একে অপরের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রচারের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। [৬৮] সম্প্রতি বিডিফ্যাক্টচেক নামের বাংলাদেশি একটি মিডিয়া-ওয়াচ সংগঠন ব্যাবসায়িক স্বার্থ রক্ষার্থে মিডিয়া বিষয়বস্তুর উপর মালিকানার প্রভাবকে উন্মোচন করে দেখিয়েছে। জানা যায় যে জেমকন গ্রুপের মালিকানাধীন দুটি পত্রিকায় ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব) এর দুই শিক্ষার্থীর বহিষ্কার ও গ্রেফতারের খবর সরাসরি না আসার পেছনে কারণ হচ্ছে জেমকন গ্রুপের চেয়ারম্যান ও তার পারিবারিক সদস্যরা ইউল্যাবের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য। [৬৯] বিশ্ববিদ্যালয়টি দুজন শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করে কোভিড-১৯ অতিমারির সময় ৫০% টিউশন ফি মওকুফের দাবিতে আন্দোলন করার অভিযোগে। সংবাদপত্র শিল্পে মালিক নিজেই পত্রিকার সম্পাদক হয়ে যাবার প্রবণতা বাড়ছে দিন-দিন। ২০১৬ সালে তথ্যমন্ত্রী প্রকাশ করেন যে ১০৭৮টি পত্রিকার মধ্যে ১০০৫টি পত্রিকার সম্পাদক নিজেই পত্রিকার মালিক। [৭০]

শেষ কথা

এই প্রতিবেদন ২০২০ সালের শেষদিক পর্যন্ত বাংলাদেশে গণমাধ্যম মালিকানার চালচিত্র তুলে ধরেছে এবং এর মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলো সনাক্ত করেছে। কোনো অর্থেই এই প্রতিবেদনটি পূর্ণাঙ্গ নয়, বাংলাদেশের মিডিয়া মালিকানা সংক্রান্ত সকল দিকও এই প্রতিবেদনে উঠে আসেনি। উপযুক্ত তথ্য-উপাত্তের অভাব থাকায় আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সামনে আরও বর্ধিত ও বিস্তৃত গবেষণার সম্ভাবনা তৈরি করা। এই প্রতিবেদনে যে সমস্ত তথ্য প্রদান করা হয়েছে, সেগুলো, গবেষকদের এসব মিডিয়া প্রতিষ্ঠান এবং এই প্রতিবেদনের বাইরে থাকা অন্যান্য মিডিয়াগুলো নিয়ে অনুসন্ধানে সাহায্য করবে।

নির্বাচিত ৩২টি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও সংশিষ্ট ৪৮টি প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্যের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে যে, মিডিয়া জগতে পারিবারিক সম্পর্ক, রাজনৈতিক সংশিষ্টতা ও ব্যবসায়িক স্বার্থের উপর ভিত্তি করেই প্রধাণত মালিকানার ধরণ গড়ে উঠছে। বাংলাদেশে যে বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলো মিডিয়াজগতে আধিপত্য বিস্তার করে আছে তা মৌলিক কিছু নয়। কিন্তু এই তিনটি বিষয়ের সংমিশ্রণ একটি আশঙ্কাজনক চিত্র তুলে ধরে এবং উদ্বেগ তৈরি করে। এসব ভালো কিছুর আভাস দেয় না যখন অবাধে আইনি ও আইনবহির্ভূত ব্যবস্থা নেয়া হয় বাকস্বাধীনতা হরণের উদ্দেশ্যে এবং যখন কিনা গণতান্ত্রিক পরিসরের দ্রুত সংকোচন ঘটছে। সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিবেশ এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করেছে যেখানে মিডিয়া মালিকানার এই ধরন চলমান গণতান্ত্রিক পশ্চাদপদতাকে

সম্ভবপর করে তুলে। মালিকানার বর্তমান ধরনটি মিডিয়ার বিষয়বস্তু নিয়েও অনুসন্ধানের দাবি রাখে। গণমাধ্যম শিল্পের উপর কতিপয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর একচেটিয়া আধিপত্য এবং ক্ষমতাসীন সরকারের রাজনীতি মিডিয়ার বিষয়বস্তুর উপর কোনো প্রভাব ফেলে কিনা সে ব্যাপারেও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। ক্ষমতাসীনরা আইনি নানা ব্যবস্থা ও অনুকূল ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধা কিছু ব্যক্তিকে প্রদান করে মিডিয়ার বিষয়বস্তু ও এর সংবাদ প্রকাশের চরিত্রে কোনো প্রভাব বিস্তার করে কিনা বা কিভাবে করে তা বিবেচনা করাও জরুরী। শুধু বিষয়বস্তু ও মালিকানার ধরনের মধ্যকার সম্পর্ক বুঝতেই যে এই অনুসন্ধানগুলো প্রয়োজন তাই নয়, বরং দায়বদ্ধতা উপলব্ধির জন্যও প্রয়োজন, যেটি কিনা গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও শাসনের একটি পূর্বশর্ত।

পাদটীকা

[১] See, Mahmud, F. (2018). Is Bangladesh moving towards one-party state?. Retrieved 01 December 2020, from https://www.aljazeera.com/features/2018/4/4/is-bangladesh-moving-towards-one-party-state

[২] See, Islam, A. (2018). Is Bangladesh becoming an autocracy? Retrieved 10 October 2020, from https://www.dw.com/en/is-bangladesh-becoming-an-autocracy/a-43151970

[৩] See, Bangladesh not a democracy, a hybrid regime. (2017). Retrieved 25 March 2020, from https://en.prothomalo.com/bangladesh/Bangladesh-not-a-democracy-a-Hybrid-regime-EIU

[৪] Information is gathered from various sources. See, সারা দেশে প্রকাশিত পত্রিকা ২৬৪৫টি: তথ্যমন্ত্রী. Jugantor. (2019). Retrieved 12 January 2020, from https://tinyurl.com/ya5pyns8; Hasan: 45 TV channels get permission, 30 in operation. Dhaka Tribune. (2019). Retrieved 2 April 2020, from https://rb.gy/qa7lyv; Kamruzzaman, M. (2020). Bangladesh: Free press woes amid controversial surveillance law. Aa.com.tr. Retrieved 2 August 2020, from https://rb.gy/o048sy

[৫] See, Ghosh, T. (2016). Media Industry of Bangladesh: The Way Forward. Retrieved 19 August 2020, from https://bbf.digital/media-industry-of-bangladesh-the-way-forward

[৬] The first three known cases were reported on 8 March 2020. See, Paul, R. (2020). Bangladesh confirms its first three cases of coronavirus. Retrieved 25 May 2020, from https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-bangladesh/bangladesh-confirms-its-first-three-cases-of-coronavirus-idUSKBN20V0FS

[৭] See, Kabir, A. (2020). Only 86 newspapers being published, 254 shut down. Retrieved October 13, 2020, from https://en.prothomalo.com/bangladesh/only-86-newspapers-being-published-254-shut-down-2

[৮] See, Azad, M. (2017). Bangladesh. Retrieved 23 April 2020, from http://bit.do/fMhd8

[৯] See, Azad, M. (2017). Bangladesh. Retrieved 23 April 2020, from https://medialandscapes.org/country/bangladesh/media/television

[১০] See, Azad, M. (2017). Bangladesh. Retrieved 23 April 2020, from https://medialandscapes.org/country/bangladesh/media/radio

[১১] See, Mingas, M. (2020). Internet users in Bangladesh pass 100 million. Retrieved 21 October 2020, from https://www.capacitymedia.com/articles/3825527/internet-users-in-bangladesh-pass-100-million

[১২] See, নিবন্ধন চায় ৮০০ অনলাইন নিউজ পোর্টাল. (২০১৯). Retrieved 17 May 2020, from https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article1644048.bdnews

[১৩] Media Ownership Monitor, Reporters without Borders, Available from: http://www.mom-rsf.org/; Resource Centre on Media Freedom in Europe, European Centre for Press and Media Freedom, available from: https://www.rcmediafreedom.eu/

[১৪] See, পত্র-পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ও বিজ্ঞাপন হার. Dfp.gov.bd. (2020). Retrieved 31 November 2020, from https://tinyurl.com/ycgl7ksg

[১৫] See, Swapan, H. (2020). করোনায়ও সার্কুলেশন কমেনি বাংলাদেশের সংবাদপত্রের !. DW.COM. Retrieved 22 December 2020, from https://p.dw.com/p/3lLMp .

[১৬] Islam, S. (2020). বাংলাদেশের সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা বাড়ার নেপথ্যে কি?. Bangla.bdnews24.com. Retrieved 28 March 2020, from https://bangla.bdnews24.com/media_bn/article1711493.bdnews.

[১৭] Unknown newspapers sell copies in tens of thousands, so says DFP. Bdnews24.com. (2017). Retrieved 11 July 2020, from https://bdnews24.com/bangladesh/2017/08/09/unknown-newspapers-sell-copies-

in-tens-of-thousands-so-says-dfp.

[১৮] Bangladesh Gazette, Extraordinary. May 29, 2008, বিজ্ঞাপন ও ক্রোড়পত্র নীতিমালা, নং তম,/প্রেস/-১/১এ-৩/২০০৫(অংশ)/২২৯

[১৯] Bangladesh Gazette, Extraordinary, March 10, "বিজ্ঞাপন ও ক্রোড়পত্র নীতিমালা-২০১৮-এর সংশোধনী", নং-তম,/প্রেস/-১/১এ-৩/২০০৫(অংশ)/২৯

[২০] See, গণমাধ্যম সম্পূর্ণ স্বাধীন: প্রধানমন্ত্রী. banglatribune.com. (2016). Retrieved 17 February 2020, from http://bit.do/fMhdX

[২১] Reporters Without Borders, 2020 World Press Freedom Index, available from https://rsf.org/en/ranking.

[২২] Zainab Sultan, "'I no longer write the way I used to': Journalists fear the Bangladeshi government", Columbia Journalism Review, 21 December 2018. available from: https://www.cjr.org/watchdog/bangladesh-elections-journalists.php.

[২৩] See, Siddiqui, Z., Paul, R., & Quadir, S. (2018). In fear of the state: Bangladeshi journalists self-censor as election approaches. Retrieved 17 April 2020, from https://www.reuters.com/article/us-bangladesh-election-media-insight/in-fear-of-the-state-bangladeshi-journalists-self-censor-as-election-approaches-idUSKBN1OC08Q

[২৪] Ruma Paul, Serajul Quadir, Zeba Siddiqui, "In fear of the state: Bangladeshi journalists self-censor as election approaches" Reuters, December 13, 2018. Available from: https://www.reuters.com/article/us-bangladesh-election-media-insight/in-fear-of-the-state-bangladeshi-journalists-self-censor-as-election-approaches-idUSKBN1OC08Q.

[২৫] প্রথমআলো. (২০১৫). আরো ১০টি টিভি চ্যানেল আসছে, পাঁচটি অনিশ্চিত. Retrieved June 25, 2020, from https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/419320/%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%93-%E0%A7%A7%E0%A7%A6.

[২৬] ATCO to form TRP agency. (2018). Retrieved 25 February 2020, from http://m.theindependentbd.com/printversion/details/168183

[২৭] See, Bergman, D. (2016). In Bangladesh too, the government is making a concerted effort to stifle dissent. Scroll.in. Retrieved 8 May 2020, from https://scroll.in/article/803617/in-bangladesh-too-the-government-is-making-a-concerted-effort-to-stifle-dissent.

[২৮] See, Rahman, Anis. 2017. Television Journalism, Market-orientation, and Media Democratization in Bangladesh. P.107. PhD Thesis. Available at https://summit.sfu.ca/item/17884

[২৯] See, Rahman, A. (2020). The politico-commercial nexus and its implications for television industries in Bangladesh and South Asia. Media, Culture & Society, 42(7–8), 1153–1174. https://doi.org/10.1177/0163443720908182

[৩০] See, Nahid, F., Gomez, E. T., & Yacob, S. (2019). Entrepreneurship, State–business Ties and Business Groups in Bangladesh. Journal of South Asian Development, 14(3), 367–390. https://doi.org/10.1177/0973174119895181

[৩১] See, Bangladesh news channel off air. News.bbc.co.uk. (2007). Retrieved 3 August 2020, from http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/6982409.stm.

[৩২] Bergman, D. (2015). Bangladeshi spies accused of blocking media adverts. Aljazeera.com. Retrieved 8 April 2020, from https://www.aljazeera.com/features/2015/10/7/bangladeshi-spies-accused-of-blocking-media-adverts?fbclid

=IwAR193S8eHtxRrtxkxt_D_R9vZA2kqXlCQQtc-QyAv7Z6W3Mq-dtWGAL1_mE.

[৩৩] See, Bangladeshi journalist tortured by police, held for nearly a year; Reporters without borders. RSF. (2020). Retrieved 1 November 2020, from https://rsf.org/en/news/bangladeshi-journalist-tortured-police-held-nearly-year.

[৩৪] Correspondent, S. (2020). Sampadak Parishad slates cases, arrests under DSA. Retrieved 20 August 2020, from https://www.thedailystar.net/frontpage/news/sampadak-parishad-slates-cases-arrests-under-dsa-1923097

[৩৫] See, Staff, R. (2018). Factbox: Bangladesh's broad media laws. Retrieved 16 April 2020, from https://fr.reuters.com/article/bangladesh-election-media-idINKBN1OC09I

[৩৬] See, Quadir, S. (2018). Some journalists in Bangladesh allege 'breach of trust' over press freedoms. Retrieved 12 August 2020, from https://www.reuters.com/article/cnews-us-bangladesh-politics-journalism-idCAKCN1ML1U4-OCATP

[৩৭] See, Intizar, A., & Majed, S. (2020). Bangladesh in the Shadow of Censorship. Retrieved 18 October 2020, from https://thediplomat.com/2020/09/bangladesh-in-the-shadow-of-censorship/

[৩৮] See, Report, S. (2020). Sampadak Parishad condemns arrest of journalists under Digital Security Act. Retrieved 25 August 2020, from https://www.thedailystar.net/sampadak-parishad-condemns-arrest-journalists-under-digital-security-act-1922973

[৩৯] See, 'Family business growth in Bangladesh higher than in any other country in the world'. (2019). Retrieved 20 March 2020, from http://bit.do/fMhdV

[৪০] See, সায়েম সোবহানঃ আকাশছোঁয়া স্বপ্ন বাস্তবায়নের একজন সফল কারিগর. (২০২০). Retrieved 31 June 2020, from https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/04/26/903991

[৪১] See, ইসলাম, ফ (২০১৩) বেসরকারী টেলিভিশনের রাজনৈতিক লাইসেন্স. ইসলাম, ফ (২০১৩) বেসরকারী টেলিভিশনের রাজনৈতিক লাইসেন্স. Prothomalo. Retrieved 8 January 2020, from ঃ.য়ু/হয়পঢ়; প্রতিবেদক, ন. (২০১৩) বিএনপির আমলের ১০টি চ্যানেল. Prothomalo. Retrieved 2 July 2020, from http://bit.do/fMh8t; প্রতিবেদক, ন. (2013) বিক্রি হয়ে যাচ্ছে টিভি চ্যানেলের মালিকানা. Prothomalo. Retrieved 2 July 2020, from t.ly/2cVT

[৪২] Ann Cooper, 'The Real Courage', Dangerous Assignments. CPJ, Spring-Summer 2004, p. 20. https://cpj.org/wp-content/uploads/2004/09/Bangla_DA.pdf

[৪৩] RSF. 'Government closes leading Ekushey Television after court withdraws licence', August 29, 2002. https://rsf.org/en/news/government-closes-leading-ekushey-television-after-court-withdraws-licence

[৪৪] Reuters, 2007. Bangladesh's ETV resumes telecast as ban ends', https://www.reuters.com/article/idUSDHA175097 , March 30, 2007.

[৪৫] Report, S. (2015). ETV boss sent to jail. The Daily Star. Retrieved 2 February 2020, from t.ly/uZXq

[৪৬] The Independent; ETV ownership changed, November 26, 2015, http://www.theindependentbd.com/printversion/details/24457

[৪৭] See, বিক্রি হয়ে যাচ্ছে টিভি চ্যানেলের মালিকানা. Prothom Alo. (2013). Retrieved 6 July 2020, from http://bit.do/fMhdS

[৪৮] See, Not Eskayef, we have first produced Remdesivir: Beximco - National - observerbd.com. The Daily Observer. (2020). Retrieved 1 August 2020, from https://www.observerbd.com/details.php?id=256152.

[৪৯] Other financial institutes are those that do not fall under either banks or insurance companies. These

types of businesses include stock exchange companies, stock securities, capital market etc.

[৫০] See, Bangladesh tops in default loans in South Asia. Prothomalo. (2020). Retrieved 11 June 2020, from https://en.prothomalo.com/business/Bangladesh-tops-in-default-loans-in-South-Asia.

[৫১] See, Hossain, M., (2020). The Curse Of Default Loans. New Age. Retrieved 5 May 2020 from https://www.newagebd.net/article/102206/the-curse-of-default-loans

[৫২] See, PM Hasina asks journalists to reveal about defaulted loans by media owners – British Asia News. (2019). Retrieved 23 March 2020, from https://britishasianews.com/pm-hasina-asks-journalists-to-reveal-about-defaulted-loans-by-media-owners/

[৫৩] See, Hasina to journalists: Write about media owners defaulting on loans. (2019). Retrieved 25 June 2020, from https://bdnews24.com/bangladesh/2019/06/14/hasina-to-journalists-write-about-media-owners-defaulting-on-loans

[৫৪] See, BB removes ONE Bank Chairman Sayeed Hossain Chowdhury over loan delinquency. (2020). Retrieved 25 August 2020, from https://bdnews24.com/business/2020/07/06/bb-removes-one-bank-chairman-sayeed-hossain-chowdhury-over-loan-delinquency

[৫৫] https://www.nytimes.com/2016/04/12/opinion/bangladeshs-other-banking-scam.html. The rejoinder by Slman F Rahman was published later, see here: https://www.nytimes.com/2016/05/27/opinion/bangladesh-banking-clarification.html

[৫৬] Sakib, S. (2017). 5 top businesses default again despite loan restructure. Prothomalo. Retrieved 1 January 2020, from https://en.prothomalo.com/business/5-top-businesses-default-again-despite-loan.

[৫৭] এক নজরে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাত. Powercell.gov.bd. (2020). Retrieved 14 December 2020, from http://bit.do/fMhd2

[৫৮] Mujeri, M., & Chowdhury, T. (2013). Quick Rental Power. Plants in Bangladesh: An Economic Appraisal. Bids.org.bd. Retrieved 8 June 2020, from https://bids.org.bd/uploads/publication/Other_Publications/Discussion_Paper_01.pdf.

[৫৯] Report. (2020). Lawyers and activists term speedz energy supply act 'unconstitutional'. The Daily Star. Retrieved 4 November 2020, from https://www.thedailystar.net/bangladesh/news/lawyers-and-activists-term-speedz-energy-supply-act-unconstitutional-1928205.

[৬০] Karim, R., & Rahman, M. (2014). Phase out quick rental plants. The Daily Star. Retrieved 8 January 2020, from https://www.thedailystar.net/phase-out-quick-rental-plants-20782.

[৬১] Rahman, R. (2014). Phase out quick rental plants. The Daily Star. Retrieved 1 April 2020, from https://www.thedailystar.net/phase-out-quick-rental-plants-20782.

[৬২] সরকারের গলার কাঁটা অপরিকল্পিত বিদ্যুৎ. সমকাল. (2020). Retrieved 1 December 2020, from http://bit.do/fMhd4

[৬৩] Rahman, M. (2020). Do we have over capacity for power generation ?. The Financial Express. Retrieved 1 September 2020, from https://www.thefinancialexpress.com.bd/views/views/do-we-have-over-capacity-for-power-generation-1593791785.

[৬৪] Mahmud, N. (2020). Covid-19 halts real estate sector's turnaround. Dhaka Tribune. Retrieved 1 June 2020, from https://www.dhakatribune.com/business/economy/2020/04/19/covid-19-halts-real-estate-

sector-s-turnaround.

[৬৫] Daniel M. Sabet and Afsana Tazreen, “Governing Growth: Understanding Problems in Real Estate Development in Dhaka, Bangladesh”, Journal of South Asian Development 10(1) 1–21, 2015.

[৬৬] See, Kamol, E. (2019). Real estate cos continue to grab wetlands. Retrieved 8 February 2020, from https://www.newagebd.net/article/82156/real-estate-cos-continue-to-grab-wetlands

[৬৭] See, Stay alert to land grabbing. (2017). Retrieved 21 June 2020, from https://www.newagebd.net/article/6364/stay-alert-to-land-grabbing

[৬৮] See, মানহানির ঘটনায় যুগান্তরের বিরুদ্ধে বসুন্ধরার মামলা. (2014). Retrieved 25 January 2020, from https://www.banglanews24.com/national/news/bd/266743.details

[৬৯] See, Shishir, Q. (2020). মালিকানার প্রভাব: সংবাদমাধ্যম থেকে সংবাদ গায়েব হয়ে যাওয়ার একটি দৃষ্টান্ত. Retrieved 20 December 2020, from https://bdfactcheck.com/?p=1184

[৭০] See, Owners are also editors at 93% newspapers in Bangladesh. (2016). Retrieved 20 July 2020, from https://bdnews24.com/media-en/2016/06/14/owners-are-also-editors-at-93-newspapers-in-bangladesh

সূত্র

Ahmed, Ikhtisad. 2020. Press Freedom in Bangladesh: How to kill the Fourth Estate in 48 years or Less. In: Tina Burrett, and Jeff Kingston (eds). Press Freedom in Contemporary Asia. Abingdon, Oxon: Routledge. 263-280.

Ahmed, Kazi Anis. 2018. In Bangladesh: Direct Control of Media Trumps Fake News. The Journal of Asian Studies 77, No. 4: 909–922.

Atiqur Rahman & Habiba Rahman 2012 Private FM Radio in Bangladesh, Media Asia, 39:1, 17-22, DOI: 10.1080/01296612.2012.11689914

Chowdhury, Mohammad Saiful Alam, 2018. Objective Journalism on Election. Management and Resources Development Initiative (MRDI).

Haq, Fahmidul. 2019. The Digital Media and the Legal Structure: Is the desire to control the main issue? [in Bangla]. Jogajog 13, July. pp. 227-240

Rahman, Anis. 2017. Television Journalism, Market-orientation, and Media Democratization in Bangladesh. PhD Thesis submitted to Simon Fraser University.

Rahman, Anis. 2020. The politico-commercial nexus and its implications for television industries in Bangladesh and South Asia. Media, Culture & Society, 42(7–8), 1153–1174. https://doi.org/10.1177/0163443720908182

Shamsher, Robaka, and Abdullah, Mohhammad Nayeem. 2012. Effect of Satellite Television on the Culture of Bangladesh: The Viewers Perception. European Journal of Business and Management 4, No. 9: 45-54

Shoesmith, Brian & Genilo W Jude. 2013. Bangladesh's Changing Mediascape: From State Control to Market Forces. Chicago: Intellect.

United States Department of State. 2019. Bangladesh 2019 Human Rights Report. Country Reports on Human Rights Practices for 2019. Bureau of Democracy, Human Rights and Labor.

পরিশিষ্ট ১

মিডিয়ার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রের তালিকা

বিবরণ	ঢাকা	শহর	সর্বমোট সংখ্যা
দৈনিক পত্রিকা	২৫৪	২৯৭	৫৫১
সাপ্তাহিক পত্রিকা	৭০	৩৬	১০৬
পাক্ষিক পত্রিকা	১৬	০৪	২০
মাসিক পত্রিকা	২৪	০৩	২৭
ত্রৈমাসিক পত্রিকা	০১	০০	০১
ষান্মাসিক পত্রিকা	০০	০১	০১
সর্বমোট	৩৬৫	৩৪১	৭০৬

ইংরেজি দৈনিকের গ্রাহক সংখ্যা

পত্রিকার নাম	গ্রাহক সংখ্যা
দ্য ডেইলি স্টার	৪৪,৮১৪
দ্য ফাইনানশিয়াল এক্সপ্রেস	৪১,০০০
ডেইলি সান	৪১,০০০
ঢাকা ট্রিবিউন	৪০,৬০০
দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট	৪০,৫৫০
দ্য ডেইলি অবজারভার	৪০,৫৫০
দ্য ডেইলি বাংলাদেশ পোস্ট	৪০,৫৫০
দ্য এশিয়ান এইজ	৪০,৫০০
দ্য ডেইলি ট্রিবিউন	৪০,৫০০
দ্য বাংলাদেশ টুডে	৪০,০১০
নিউ এইজ	৪০,০০০
দ্য ডেইলি সিটিজেন টাইমস	৩৯,৯৯৮

পত্রিকার নাম	গ্রাহক সংখ্যা
ডেইলি আওয়ার টাইমস	৩৯,৯৯৮
ডেইলি ইনডাস্ট্রি	৩৯,৯৯৮
দ্য বাংলাদেশ নিউজ	৩৯,০০০
দ্য নিউ নেশান	৩৮,৯৭০
দ্য নিউজ টুডে	৩৮,৫০০
দ্য ডেইলি ইভিনিং নিউজ	৩৫,০০০
দ্য ডেইলি মর্নিং গ্লোরি	৩০,০০০
দ্য পিপলস টাইম	২৮,০০০
দ্য গুড মর্নিং	২৫,০০০
ডেইলি নিউজ মেইল	২৪,০০০
দ্য মুসলিম টাইমস	২১,০০০
দ্য ডেইলি ভয়েস অফ এশিয়া	২০,০০০
দ্য ডেইলি স্টেট	২০,০০০
ডেইলি মর্নিং অবজার্ভার	১৬,০০০
দ্য ডেইলি নিউজ স্টার	১২,০০০
দ্য ডেইলি আর্থ	৬,৩৪০
দ্য ডেইলি ব্যানার	৬,০৯০
দ্য ডেইলি ক্যাপিটাল নিউজ	৬,০১০
দ্য ডেইলি বাংলাদেশ ট্রিবিউন	৬,০১০
ডেইলি প্রেজেন্ট টাইমস	৬,০০৫
দ্য ডেইলি নিউজ লাইন	৬,০০২
দ্য ডেইলি ইকো	৬,০০২
ডেইলি ফাইনান্সিয়াল পোস্ট	৬,০০০
দ্য ডেইলি টাইমস অফ বাংলাদেশ	৬,০০০

বাংলা দৈনিকগুলোর গ্রাহক সংখ্যা

পত্রিকার নাম	গ্রাহক সংখ্যা
বাংলাদেশ প্রতিদিন	৫,৫৩,৩০
প্রথম আলো	৫,০১,৮০০
কালের কণ্ঠ	২,৯০,২০০
যুগান্তর	২,৯০,২০০
দৈনিক ইত্তেফাক	২,৯০,২০০
দৈনিক আমাদের সময়	২,৯০,২০০
দৈনিক জনকণ্ঠ	২,৯০,২০০
সমকাল	২,৭১,০০০
সংবাদ	২,০১,১০০
ভোরের কাগজ	১,৬১,১৬০
আমাদের নতুন সময়	১,৬১,১৬০
দৈনিক মানবকণ্ঠ	১,৬১,১৫০
প্রতিদিনের সংবাদ	১,৬১,১৪০
দৈনিক ইনকিলাব	১,৬১,১১০
বাংলাদেশের খবর	১,৬১,১১০
দৈনিক আমার সংবাদ	১,৬১,১০৫
আমাদের অর্থনীতি	১,৬১,১০১
দৈনিক মানবজমিন	১,৬১,১০০
দৈনিক ভোরের ডাক	১,৬০,৫০০
আমার বার্তা	১,৬০,০০০
আলোকিত বাংলাদেশ	১,৫২,০০০
দৈনিক ভোরের পাতা	১,৫১,৮০০
দৈনিক নবচেতনা	১,৫১,৭৫০
ঢাকা প্রতিদিন	১,৫১,০০০
দৈনিক বর্তমান	১,৫০,৫০০

পত্রিকার নাম	গ্রাহক সংখ্যা
মুক্ত খবর	১,৫০,০০০
দৈনিক আজকের খবর	১,৪৩,০০০
বিজনেস বাংলাদেশ	১,৫২,০০০
দৈনিক বণিকবার্তা	১,৪১,৫০০
দৈনিক জনতা	১,৪১,১১০
দৈনিক খোলা কাগজ	১,৪১,১০০
দৈনিক গণকণ্ঠ	১,৪১,০০০
দৈনিক জনবাণী	১,৪১,০০০
দৈনিক সকালের সময়	১,৪০,৬০০
দৈনিক হাজারিকা প্রতিদিন	১,৪০,৬০০
দৈনিক স্বাধীন বাংলা	১,৪০,৫০০
সংবাদ প্রতিদিন	১,২৬,১০০
দৈনিক ভোরের দর্পণ	১,২৬,০০০
দৈনিক সময়ের আলো	১,১৬,৫০০
যায়যায়দিন	১,১৬,০০০
দৈনিক আমার সময়	১,১৫,০০০
দৈনিক লাখোকণ্ঠ	১,১০,০১০
দৈনিক বাংলাদেশ কণ্ঠ	২,০৮,০০০
দৈনিক বাংলাদেশের আলো	১,০০,০৫০
দৈনিক শেয়ার বিজ	১,০০,০০৫
দৈনিক খবর	১,০০,০০০
দৈনিক সমাজ সংবাদ	১,০০,০০০
দৈনিক নয়াদিগন্ত	৯০,৬৫০
দৈনিক সোনালী খবর	৯০,১০০
স্বদেশ প্রতিদিন	৯০,০০০
তরুণকণ্ঠ	৮৫,০০০

পত্রিকার নাম	গ্রাহক সংখ্যা
দৈনিক গণমুক্তি	৮৩,০০০
দৈনিক সমাচার	৮৩,০০০
দৈনিক রূপান্তর	৮২,৭০০
বাংলার নবকণ্ঠ	৮২,৫০০
দৈনিক অগ্রসর	৮০,২০০
দৈনিক আলোর বার্তা	৮০,১০০
দৈনিক কালবেলা	৮০,০০০
দৈনিক আজকের দর্পন	৮০,০০০
পল্লীবাংলা	৭৫,৫০০
দৈনিক প্রথম কথা	৭৫,১০০
দৈনিক বাংলা	৭৫,০০০
দৈনিক চিত্র	৭৫,০০০
দেশবার্তা	৭৫,০০০
দিন পরিবর্তন	৭৪,০০০
সংবাদ সারাবেলা	৭২,০১০
দৈনিক নওরোজ	৭১,০০০
দৈনিক নবরাজ	৭০,৫০০
দৈনিক দেশকাল	৭০,০১০
দৈনিক সকালবেলা	৭০,০০০
দৈনিক তৃতীয়মাত্রা	৬৫,৫০০
দৈনিক এই বাংলা	৬৫,০০০
দৈনিক জাগরণ	৬৫,০০০
দৈনিক ঢাকার ডাক	৬২,৫০০
ঢাকা টাইমস	৬১,০০০
দৈনিক আজকের প্রভাত	৬০,০০০
আমাদের বাংলা	৬০,০০০

পত্রিকার নাম	গ্রাহক সংখ্যা
জনতার সংবাদ	৬০,০০০
দৈনিক এশিয়া বাণী	৬০,০০০
নতুন দিন	৫৯,০০০
দৈনিক দর্পণ প্রতিদিন	৫৮,০০০
আজকের সংবাদ	৫৫,০০০
সবুজ দেশ	৫৫,০০০
আমাদের কণ্ঠ	৫০,৫০০
স্বাধীন সংবাদ	৫০,২০০
নিখাদ খবর	৫০,০১০
নবজীবন	৫০,০০০
যায়যায়কাল	৫০,০০০
দৈনিক গণমানুষের আওয়াজ	৫০,০০০
দৈনিক আজকের সত্যের আলো	৪২,০০০
দৈনিক ভোরের সময়	৪১,০০০
দৈনিক জবাবদিহি	৪০,৬০০
ভোরের সংলাপ	৪০,৫০০
দৈনিক আমার কাগজ	৪০,১০০
সরেজমিন বার্তা	৪০,০৫০
দৈনিক আজকের প্রত্যাশা	৪০,০১০
দৈনিক পক্ষকাল	৪০,০০০
প্রথম ভোর	৪০,০০০
দৈনিক বাংলার দূত	৪০,০০০
সংবাদ মোহনা	৩৫,০০০
দৈনিক বর্তমান কথা	৩৫,০০০
দৈনিক সংগ্রাম	৩৩,০২০
দৈনিক সোনালী কণ্ঠ	৩২,০০০

পত্রিকার নাম	গ্রাহক সংখ্যা
দৈনিক শুভদিন	৩০,০১০
দৈনিক সোনালী বার্তা	৩০,০১০
উত্তরদক্ষিণ	৩০,০০০
দৈনিক স্বদেশ বিচিত্রা	৩০,০০০
ঢাকা ডায়ালগ	৩০,০০০
ভোরের আওয়াজ	৩০,০০০
দৈনিক মাতৃছায়া	২৮,০০০
ঘোষণা	২৫,১৭০
দৈনিক আইন বার্তা	২৫,১০০
দৈনিক জাতীয় অর্থনীতি	২৫,০০০
দৈনিক আলোকিত প্রতিদিন	২৫,০০০
পয়গাম	২৫,০০০
বঙ্গজননী	২২,০০০
বাংলাদেশ জার্নাল	২১,২০০
প্রভাত	২১,০০০
দৈনিক ঢাকা	২০,৩২০
দৈনিক বাংলাদেশ সময়	২০,৩১০
বাংলাদেশ বুলেটিন	২০,০৫০
দৈনিক খবরপত্র	২০,০০০
দৈনিক প্রভাতী খবর	২০,০০০
দৈনিক অর্থনীতি প্রতিদিন	১৯,৯৫০
দৈনিক গণজাগরণ	১৮,৩২০
প্রথম সূর্যোদয়	১৬,০০০
দৈনিক দিনকাল	১৫,৫৯০
দৈনিক বিজনেস ফাইল	১৫,০২০
আমাদের আলোকিত সময়	১৫,০০০

পত্রিকার নাম	গ্রাহক সংখ্যা
দৈনিক আলোর জগৎ	১৫,০০০
দৈনিক ভোরের চেতনা	১৫,০০০
দৈনিক ঢাকা রিপোর্ট	১২,১০০
দৈনিক অর্থনীতির কাগজ	১২,০০০
তারবার্তা	১১,০০০
দৈনিক আজকের জীবন	১০,৫১০
দৈনিক অনুপমা	১০,৫০০
দৈনিক শক্তি	১০,২৩০
দৈনিক আলোর দিগন্ত	১০,১১০
দৈনিক সন্ধ্যা বাণী	১০,০২০
দৈনিক বঙ্গবাণী	১০,০১০
দৈনিক অন্যদিগন্ত	১০,০০০
সমাবেশ	১০,০০০
দৈনিক স্বাধীনমত	৭,০৫০
দৈনিক দিনের শেষে	৬,৬৩০
দৈনিক ডেসটিনি	৬,৫০০
দৈনিক চৌকস	৬,৫০০
আনন্দবাজার	৬,৩০০
দৈনিক গর্ব বাংলাদেশ	৬,৩০০
আল-ইহসান	৬,২০০
দৈনিক আমার দিন	৬,২০০
দৈনিক বাংলার মুখ	৬,২০০
একুশে সংবাদ	৬,১৭০
দৈনিক রুপালি দেশ	৬,১৭০
ভোরের কণ্ঠ	৬,১৫০
দৈনিক নব অভিযান	৬,১৫০

পত্রিকার নাম	গ্রাহক সংখ্যা
দৈনিক আমার প্রাণের বাংলাদেশ	৬,১৫০
দেশ জনতা	৬,১৩০
দৈনিক সমাচার	৬,১২৫
নববার্তা	৬,১১০
দৈনিক দেশের পত্র	৬,১০০
দৈনিক ভোরের আলো	৬,১০০
দৈনিক বাংলার জাগরণ	৬,১০০
সারাবাংলা	৬,০৯০
গণসূর্য	৬,০৮০
আল-আমিন	৬,০৭০
পথযাত্রা	৬,০৭০
মুক্তমত	৬,০৬০
দৈনিক নতুন কাগজ	৬,০৬০
দেশ পত্রিকা	৬,০৫০
দৈনিক রূপবাণী	৬,০৫০
দৈনিক রূপালি বাংলাদেশ	৬,০৫০
বাংলা ৭১	৬,০৫০
দৈনিক সন্ধানী বার্তা	৬,০৫০
দৈনিক বার্তা সরণী	৬,০৫০
দৈনিক এশিয়ান এক্সপ্রেস	৬,০৪০
দিনের আলো	৬,০৪০
দৈনিক মুক্ত তথ্য	৬,০৩০
দেশ বর্তমান	৬,০৩০
দৈনিক সবুজ নিশান	৬,০২০
আমাদের দিনকাল	৬,০২০
দৈনিক বর্তমান সময়	৬,০২০

পত্রিকার নাম	গ্রাহক সংখ্যা
দৈনিক আমাদের বার্তা	৬,০২০
দৈনিক নিরপেক্ষ	৬,০২০
দৈনিক ভোরের আকাশ	৬,০১৫
দৈনিক অগ্নিশিখা	৬,০১৫
বাংলা সময়	৬,০১৫
উন্নয়নবার্তা	৬,০১০
সোনার আলো	৬,০১০
দৈনিক সূর্যোদয়	৬,০১০
দৈনিক নববাণী	৬,০১০
নব সূচনা	৬,০১০
বর্তমান বাংলা	৬,০১০
আজকের বাংলা	৬,০১০
বিজয়ের আলো	৬,০১০
রূপালি	৬,০১০
নয়াশতাব্দী	৬,০১০
দৈনিক বিশ্বমানচিত্র	৬,০১০
দৈনিক আজকের আওয়াজ	৬,০১০
মানি টাইমস	৬,০১০
দৈনিক প্রথম প্রহর	৬,০০৫
দৈনিক উষারবাণী	৬,০০৫
আজকের পদ্মা	৬,০০৫
আজকের বসুন্ধরা	৬,০০৫
দৈনিক সংবাদ সংযোগ	৬,০০৫
স্বপ্নবাংলা	৬,০০৫
জাগো বাংলা	৬,০০৫
মাতৃভাষা	৬,০০৩

পত্রিকার নাম	গ্রাহক সংখ্যা
এইদিন	৬,০০২
খবর বাংলাদেশ	৬,০০২
দৈনিক মুখপত্র	৬,০০০
দৈনিক খবরের আলো	৬,০০০
মাতৃভূমির খবর	৬,০০০
উন্নয়নে বাংলাদেশ	৬,০০০
আগামীর সময়	৬,০০০
দৈনিক বাংলার ডাক	৬,০০০
দৈনিক প্রতিদিনের বাংলাদেশ	৬,০০০
দৈনিক স্বাধীন দেশ	৬,০০০
দৈনিক আমার দেশ	৯৮,৫৮০

সূত্র: বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়

পরিশিষ্ট ২

বাংলাদেশে রেডিওর তালিকা
বাংলাদেশে বেসরকারি এফএম রেডিও

রেডিওর নাম	ফ্রিকুয়েন্সি	মালিকের নাম/পদ	মালিকানা	আনুষ্ঠানিক সম্প্রচারের তারিখ
রেডিও ফুর্তি	৮৮.০ এফএম	আনিস আহমেদ ব্যবস্থাপনা পরিচালক	রেডিও ফুর্তি লিমিটেড (এমজিএইচ গ্রুপ)	২২শে সেপ্টেম্বর, ২০০৬
রেডিও আমার	৮৮.৪ এফএম	সামির কাদের চৌধুরী ব্যবস্থাপনা পরিচালক	ইউনিওয়েভ ব্রডকাস্টিং কোম্পানি লিমিটেড	১১ই ডিসেম্বর, ২০০৭
এবিসি রেডিও	৮৯.২ এফএম	লতিফুর রহমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক	আয়না ব্রডকাস্টিং কোম্পানি লিমিটেড (ট্রান্সকম গ্রুপ)	৭ই জানুয়ারি, ২০০৯
রেডিও টুডে	৮৯.৬ এফএম	রফিকুল হক ব্যবস্থাপনা পরিচালক	রেডিও ব্রডকাস্টিং এফএম (বাংলাদেশ) কোম্পানি লিমিটেড (বঙ্গজ টালু গ্রুপ)	১৫ই অক্টোবর, ২০০৬
ঢাকা এফএম	৯০.৪ এফএম	ডলি ইকবাল ব্যবস্থাপনা পরিচালক	ঢাকা এফএম লিমিটেড (পারটেক্স গ্রুপ)	১লা জানুয়ারি, ২০১২
রেডিও ধ্বনি	৯১.২ এফএম	রাশেদুল হোসেন চৌধুরী ব্যবস্থাপনা পরিচালক	রেডিও ধ্বনি লিমিটেড/ওয়েগা জোন লিমিটেড)	২২শে জুন, ২০১৫
পিপলস রেডিও	৯১.৬ এফএম	আবদুল আওয়াল ব্যবস্থাপনা পরিচালক	পিপলস রেডিও লিমিটেড	১১ই ডিসেম্বর, ২০১১
রেডিও স্বাধীন	৯২.৪ এফএম	সারা যাকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক	এশিয়াটিক মার্কেটিং কমিউনিকেশান লিমিটেড গ্রুপ এম (এশিয়াটিক)	২০শে মার্চ, ২০১৩
রেডিও ভূমি	৯২.৮ এফএম	ফরিদুর রেজা সাগর চেয়ারপারসন	গাংচিল মিডিয়া লিমিটেড (ইমপ্রেস গ্রুপ)	১লা অক্টোবর, ২০১২
রেডিও দিনরাত	৯৩.৬ এফএম	অঞ্জন চৌধুরী ব্যবস্থাপনা পরিচালক	ভিশন টেকনোলজিস লিমিটেড (স্কয়ার গ্রুপ)	২০১৬
রেডিও ঢোল	৯৪.০ এফএম	মো. শাহরিয়ার আলম প্রোপাইটর	আরাফ এপারেলস (রেডিও ঢোল লিমিটেড)	১০ই ডিসেম্বর, ২০১৫
জাগো এফএম	৯৪.৪ এফএম	আহসান খান চৌধুরী ব্যবস্থাপনা পরিচালক	একেসি প্রাইভেট লিমিটেড (প্রাণ আরএফএল)	২৭শে অক্টোবর, ২০১৫
ক্যাপিটাল রেডিও	৯৪.৮ এফএম	সায়েম সোবহান ব্যবস্থাপনা পরিচালক	ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেড (বসুন্ধরা গ্রুপ)	২রা জানুয়ারি, ২০১৭
বাংলা রেডিও	৯৫.২ এফএম	এ.কে.এম. শাহেদ রেজা প্রোপাইটর	রেজা গ্রুপ লিমিটেড	১২ই জুন, ২০১৬

রেডিওর নাম	ফ্রিকুয়েন্সি	মালিকের নাম/পদ	মালিকানা	আনুষ্ঠানিক সম্প্রচারের তারিখ
সিটি এফএম	৯৬.০ এফএম	সাইদুর আফতাব ব্যবস্থাপনা পরিচালক	মিডিয়া সিটি লিমিটেড	৩রা এপ্রিল, ২০১৩
স্পাইস এফএম	৯৬.৪ এফএম	শীলা ইসলাম চেয়ারপারসন	রেডিও মাসালা লিমিটেড (ফু-ওয়াং গ্রুপ)	১লা সেপ্টেম্বর, ২০১৬
রেডিও প্রাইম	৯৬.৮ এফএম	সৈয়দ জহিরুল ইসলাম চেয়ারপারসন	সিআইইউএস প্রাইভেট লিমিটেড	৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৭
রেডিও একাত্তর	৯৮.৪ এফএম	এম.এ. মতিন ব্যবস্থাপনা পরিচালক	রেডিও ৭১ লিমিটেড (ম্যাপল লিফ গ্রুপ এন্ড রিয়াজ মটরস)	২৬শে মার্চ, ২০১৫
কালারস এফএম	১০১.৬ এফএম	রাকিব মোহাম্মদ ফকরুল ব্যবস্থাপনা পরিচালক	টিউন বাংলাদেশ লিমিটেড (এডি মধু গ্রুপ)	১০ই জানুয়ারি, ২০১৪
রেডিও আম্বার	১০২.৪ এফএম	আমিনুল হাকিম প্রেপেইটর	রেডিও মাস্তি লিমিটেড (পারটেক্স গ্রুপ)	১লা সেপ্টেম্বর, ২০১৬
সুফি এফএম (পরীক্ষামূলক সম্প্রচার)	১০২.৮ এফএম	মামুনুর রহমান চেয়ারপারসন	গোল্ড এফএম লিমিটেড (এমজেএইচ গ্রুপ)	
দেশ রেডিও (এখনো সম্প্রচার শুরু হয়নি)	৯৮.০ এফএম	নাদের চৌধুরী পরিচালক	রাতুল মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশান লিমিটেড (রূপায়ন গ্রুপ)	
রেডিও সিটি (এখনো সম্প্রচার শুরু হয়নি)	৯৯.৬ এফএম	কাজী মাহফুজুর রহমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক	মিডিয়া টুডে লিমিটেড (বেঙ্গল গ্রুপ-আবুল খায়ের লিটু)	
রেডিও একটিভ (এখনো সম্প্রচার শুরু হয়নি)	১০০.৪ এফএম	শমী কায়সার ব্যবস্থাপনা পরিচালক	ধানসিঁড়ি কমিউনিকেশানস লিমিটেড	
রেডিও টাইমস (এখনো সম্প্রচার শুরু হয়নি)	৯৭.২ এফএম	আবদুলাহ-আল-মামুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক	ব্রডকাস্ট ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ	
এশিয়ান রেডিও (বন্ধ)	৯০.৮ এফএম	আলহাজ মো. হারুন-উর-রশিদ চেয়ারপারসন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক	এশিয়ান রেডিও লিমিটেড (এশিয়ান গ্রুপ)	১৮ই জানুয়ারি, ২০১৩
রেডিও নেক্সট (বন্ধ)	৯৩.২ এফএম	আব্দুল মোসাব্বির আহমেদ ব্যবস্থাপনা পরিচালক	এনরিচ নেট প্রাইভেট লিমিটেড (নিলয় নিটল গ্রুপ লিমিটেড)	৬ই মে, ২০১৫
রেডিও এইজ (বন্ধ)	৯৫.৬ এফএম	সাফকাত সামিউর রহমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক	ইনোভেশান লিমিটেড	৩০শে অক্টোবর, ২০১৭

কমিউনিটি রেডিওর তালিকা

রেডিওর নাম	সিইও/এমডি/ইডি/চেয়ারম্যান(পদবী)	উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান
রেডিও পল্লীকণ্ঠ	আন্না মিনাজ পরিচালক, কমিউনিটি এমপাওয়ারমেন্ট, ইনটিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট এন্ড জেন্ডার জাস্টিস এন্ড ডাইভারসিটি প্রোগ্রাম, ব্র্যাক	ব্র্যাক
রেডিও নাফ ৯৯.২ এফএম	সৈয়দ তরিকুল ইসলাম নির্বাহী পরিচালক	এলায়েন্স ফর কোঅপারেশান এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ (ACLAB)
রেডিও সাগরগিরি এফএম ৯৯.২	মো. আরিফ রহমান প্রধান নির্বাহী	ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (YPSA)
রেডিও লোকবেতার এফএম ৯৯.২	মনির হোসেন কামাল পরিচালক	ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার (MMC)
রেডিও বরাল	মো. শাহরিয়ার বিন মুখলেস এসবিএমএস-রেডিও বরাল-এর পরিচালক ও সিইও	স্বেচ্ছাসেবী বহুমুখী মহিলা সমাজ-কল্যাণ সমিতি (SBMSS)
রেডিও সাগরদ্বীপ ৯৯.২ এফএম	মো. রফিকুল আলম নির্বাহী পরিচালক	দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা (DUS)
রেডিও বিক্রমপুর	আরিফ শিকদার চেয়ারম্যান	আমবালা ফাউন্ডেশন
রেডিও মেঘনা	কণিকা রানি সহকারী স্টেশন ম্যানেজার	কোস্ট ট্রাস্ট (COAST Trust)
রেডিও মুক্তি ৯৯.২ মেগাহার্টজ	সেলিম রহমান সাইকি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	এলডিআরও (এএসবিএল ইন্টারন্যাশনাল ডিভিশনের অর্থায়নে)
রেডিও কৃষি এফএম ৯৮.৮	ড. মো. নুরুল ইসলাম পরিচালক	কৃষি মন্ত্রণালয়
রেডিও মহানন্দ ৯৮.৮ এফএম	মো. হাসিব হোসেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি
বরেন্দ্র রেডিও	সোহেল আহমেদ চেয়ারপারসন	হিউম্যান রাইটস ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন
রেডিও সুন্দরবন ৯৮.৮ এফএম	গাজী মো. আব্দুস সালাম ব্যবস্থাপনা পরিচালক	এডভান্সড ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন (AWF)
রেডিও সারাবেলা ৯৮.৮ এফএম	রাসেল আহমেদ লিটন প্রধান নির্বাহী, এসকেএস ফাউন্ডেশান	এসকেএস ফাউন্ডেশন Foundation

রেডিওর নাম	সিইও/এমডি/ইডি/চেয়ারম্যান(পদবী)	উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান
রেডিও চিলমারি ৯৯.২ এফএম	মোহাম্মদ এনামুল কবির নির্বাহী পরিচালক	আরডিআরএস বাংলাদেশ
রেডিও নালতা ৯৯.২	জিয়াউল হক চেয়ারম্যান	নালতা হসপিটাল এন্ড কমিউনিটি হেলথ ফাউন্ডেশন
রেডিও পদ্মা ৯৯.২ এফএম	গোলাম মুর্তজা প্রধান সমন্বয়ক	সেন্টার ফর কমিউনিকেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (CCD Bangladesh)
রেডিও ঝিনুক ৯৯.২ এফএম	ড. মু. হারুণ অর রশিদ প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান	সৃজনী বাংলাদেশ

সরকারি রেডিও চ্যানেল

বাংলাদেশ বেতারের কেন্দ্রসমূহ	উদ্বোধনের তারিখ
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৯
বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম	২২শে জুন, ১৯৫৪
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী	১লা মার্চ, ১৯৬৩
বাংলাদেশ বেতার, সিলেট	১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬১
বাংলাদেশ বেতার, রংপুর	১৬ই নভেম্বর, ১৯৬৭
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা	৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৭০
বাংলাদেশ বেতার, রাঙামাটি	২৭শে নভেম্বর, ১৯৭৮
বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা	১৮ই জুন, ১৯৮৮
বাংলাদেশ বেতার, ঠাকুরগাঁও	১১ই নভেম্বর, ১৯৮৮
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল	১২ই জুন, ১৯৯৯
বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার	২৪শে মার্চ, ২০০১
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান	১১ই অক্টোবর, ২০০৬
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ	১লা নভেম্বর, ২০১৮
বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ	২রা নভেম্বর, ২০১৮

সূত্র: শামস ইবনে ওয়ায়েদ (শামস সুমন) (সম্পা.), ২০১৯, Radio in Bangladesh: The Timeline, Dhaka: Radio Bhumi 92.FM.

পরিশিষ্ট ৩

বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর অনুমোদনের তারিখ

অনুমোদনের সময়কাল ১৯৯৬-২০০১

সংখ্যা	চ্যানেলের নাম	ঠিকানা	অনাপত্তি সনদ (NOC) প্রদানের তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১	এটিএন বাংলা	ড. মাহফুজুর রহমান চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এটিএন বাংলা, ওয়াসা ভবন (তৃতীয় তলা), ৯৮ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা।	০৪-০৬-১৯৯৭	চলমান
২	একুশে টেলিভিশন (ইটিভি)	সাইফুল আলম চেয়ারম্যান, একুশে টেলিভিশন, জাহাঙ্গীর টাওয়ার, ১০, কাওরান বাজার, ঢাকা।	০৯-৩-১৯৯৯ (তথ্য মন্ত্রণালয় ও একুশে টিভির মধ্যে লাইসেন্সের চুক্তি)	চলমান
৩	চ্যানেল আই	ফরিদুর রেজা সাগর ব্যবস্থাপনা পরিচালক চ্যানেল আই, ৪০, শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ সরণী, তেজগাও, আই/এ, ঢাকা।	২৬-০৪-১৯৯৯	চলমান
৪	এনটিভি	আলহাজ্ব মোহাম্মদ মোসাদ্দেক আলী চেয়ারম্যান এনটিভি, বিএসইসি বিল্ডিং (৭ম তলা) ১০২ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার ঢাকা।	১৯-৯-১৯৯৯	চলমান

অনুমোদনের সময়কাল ২০০১-২০০৬

সংখ্যা	চ্যানেলের নাম	ঠিকানা	অনাপত্তি সনদ (NOC) প্রদানের তারিখ	বর্তমান অবস্থা
৫	যমুনা টিভি	মো. নুরুল ইসলাম ব্যবস্থাপক যমুনা টেলিভিশন লিমিটেড, যমুনা টেলিভিশন বিল্ডিং, যমুনা ফিউচার পার্ক কমপ্লেক্স। এ-২৪৪, প্রগতি সরণী, বারিধারা, ঢাকা।	০৫-০২-২০০২	চলমান
৬	বৈশাখী টিভি	মো. শাহীদ আমিন চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক বৈশাখী মিডিয়া লিমিটেড (বৈশাখী টিভি) ৩২, মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, লেভেল-৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮, ঢাকা।	৩১-০১-২০০৫	চলমান

সংখ্যা	চ্যানেলের নাম	ঠিকানা	অনাপত্তি সনদ (NOC) প্রদানের তারিখ	বর্তমান অবস্থা
৭	বাংলাভিশন	আব্দুল হক চেয়ারম্যান শ্যামল বাংলা মিডিয়া লিমিটেড. (বাংলাভিশন) নূর টাওয়ার, ১/এফ, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, ১১০, বীর উত্তম সি দত্ত রোড, ঢাকা।	৩১-০১-২০০৫	চলমান
৮	আরটিভি	মোরশেদ আলম ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরটিভি, বিএসইসি বিল্ডিং (লেভেল-৬) ১০২ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ানবাজার, ঢাকা।	১০-০৪-২০০৫	চলমান
৯	দেশটিভি	সাবের হোসেন চৌধুরী চেয়ারম্যান দেশ টেলিভিশন লিমিটেড কর্ণফুলী মিডিয়া পয়েন্ট ৭০, শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভিন রোড, মালিবাগ, ঢাকা।	২৯-০৫-২০০৬	চলমান

অনুমোদনের সময়কাল ২০০৯-২০১৩

সংখ্যা	চ্যানেলের নাম	ঠিকানা	অনাপত্তি সনদ (NOC) প্রদানের তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১০	ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন	সালমান এফ রহমান ভাইস চেয়ারম্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন লিমিটেড ১৪৯-১৫০, তেজগাঁও আই/এ, ঢাকা-১২০৮।	১১-১০-২০০৯	চলমান
১১	এটিএন নিউজ	ড. মাহফুজুর রহমান চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এটিএন নিউজ লিমিটেড, হাসান প্লাজা ৫৩, কাওরান বাজার বিএ/এ, ঢাকা-১২১৫।	১১-১০-২০০৯	চলমান
১২	মাছরাঙা কমিউনিকেশান লিমিটেড	অঞ্জন চৌধুরী ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাছরাঙা কমিউনিকেশান লিমিটেড স্কয়ার সেন্টার, ৪৮, মহাখালী বিএ/এ, ঢাকা।	১১-১০-২০০৯	চলমান
১৩	সময় টেলিভিশন	আহমেদ জুবায়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সময় মিডিয়া লিমিটেড, নাসির ট্রেড সেন্টার, ৩০০/৪, বীর উত্তম সি দত্ত রোড, ঢাকা।	১১-১০-২০০৯	চলমান

সংখ্যা	চ্যানেলের নাম	ঠিকানা	অনাপত্তি সনদ (NOC) প্রদানের তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১৪	মাই টিভি	নাসির উদ্দীন চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ভিএম ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (মাই টিভি) মাইটিভি বিল্ডিং, ১৫০/৩, ১৫৫, পূর্ব উলন, হাতিরঝিল, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।	১১-১০-২০০৯	চলমান
১৫	মোহনা টেলিভিশন লিমিটেড	কামাল আহমেদ মজুমদার চেয়ারম্যান, মোহনা টেলিভিশন লিমিটেড মোহনা ভবন, হাউজ নং ৮, রোড নং ৪, সেকশান নং ৭, পলবী, মিরপুর, ঢাকা১২১৬।	১১-১০-২০০৯	চলমান
১৬	বিজয় টিভি	এবিএম মহিউদ্দীন চৌধুরী চেয়ারম্যান, বিজয় টিভি লিমিটেড রাহাত টাওয়ার, ১৪ লিংক রোড, ১০ম তলা, বাংলা মোটর, ঢাকা- ১০০০।	১১-১০-২০০৯	চলমান
১৭	জিটিভি	গাজী গোলাম আশরিয়া (বাপ্পী) চেয়ারম্যান গাজী স্যাটেলাইট টেলিভিশন লিমিটেড (জিটিভি) ইউসিইপি চায়না টাওয়ার (৬ষ্ঠ তলা), ১১৫, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।	১১-১০-২০০৯	চলমান
১৮	চ্যানেল ৯	এনায়েতুর রহমান চেয়ারম্যান, ভারগো মিডিয়া লিমিটেড (চ্যানেল ৯) পান্থপথ, ঢাকা-১২১৫।	১১-১০-২০০৯	চলমান
১৯	একাত্তর টিভি	মোজাম্মেল হক ব্যবস্থাপনা পরিচালক একাত্তর মিডিয়া লিমিটেড, ৫৭, সোহরাওয়ার্দী এভিনিও, বারিধারা, ঢাকা।	১১-১০-২০০৯	চলমান
২০	চ্যানেল টুয়েন্টিফোর (চ্যানেল ২৪)	এ. কে. আজাদ ব্যবস্থাপনা পরিচালক টাইম মিডিয়া লিমিটেড, ১৩৬, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮	২২-০২-২০১০	চলমান
২১	এসএ চ্যানেল প্রাইভেট লিমিটেড	সালাউদ্দীন আহমেদ ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস.এ. চ্যানেল প্রাইভেট লিমিটেড ২২, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।	২২-৪-২০১০	চলমান
২২	এশিয়ান টেলিকাস্ট লিমিটেড (এশিয়ান টিভি)	আলহাজ্ব মো. হারুন অর রশিদ চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এশিয়ান টেলিকাস্ট লিমিটেড (এশিয়ান টিভি) এন্ড এশিয়ান গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ, দিলকুশা সেন্টার, ২৮, দিলকুশা বিএ/এ, ৬ষ্ঠ তলা, ঢাকা-১০০।	২৯-৬-২০১১	চলমান

সংখ্যা	চ্যানেলের নাম	ঠিকানা	অনাপত্তি সনদ (NOC) প্রদানের তারিখ	বর্তমান অবস্থা
২৩	গান বাংলা	কৌশিক হোসেন তাপস চেয়ারম্যান বার্ডস আই ম্যাস মিডিয়া কমিউনিকেশান লিমিটেড (গানবাংলা) আরীব টাওয়ার, ৪৮ প্রগতি সরণী, ব্লক জে, বারিধারা, ঢাকা-১২১২।	২৪-১০-২০১১	চলমান
২৪	দীপ্ত বাংলা	কাজী জাহিদুল হাসান ব্যবস্থাপনা পরিচালক "দীপ্ত বাংলা" স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল কাজী মিডিয়া লিমিটেড, ৮৪, ধানমন্ডি, রোড নং ৭এ, ঢাকা-১২০৯।	২২-১২-২০১১	চলমান
২৫	বেঙ্গল টেলিভিশন লিমিটেড (চ্যানেল-৫২)	মোরশেদ আলম চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বেঙ্গল টেলিভিশন লিমিটেড (চ্যানেল-৫২) বিএসইসি ভবন (লেভেল-৪) ১০২, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।	০১-১০-২০১৩	ফ্রিকুয়েন্সির অনুমোদন দেয়া হয়নি
২৬	বাংলা টিভি লিমিটেড	মীর নূর উস শামস ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাংলা টিভি লিমিটেড এইচ/৪২, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, মহাখালী সি/এ, ঢাকা-১২১।	০৪-১১-২০১৩	চলমান
২৭	ঢাকা বাংলা টেলিভিশন	ইকবাল সোবহান চৌধুরী ব্যবস্থাপনা পরিচালক ঢাকা বাংলা মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশানস লিমিটেড, ঢাকা বাংলা টেলিভিশনস, আজিজ ভবন, ৯৩, মিতিঝিল সি/এ ১০ম তলা, ঢাকা।	২৪-১১-২০১৩	চলমান
২৮	নিউজ টুয়েন্টিফোর	নঈম নিজাম ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেড নিউজ টুয়েন্টিফোর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট ৩৭১/এ, ব্লক ডি বারিধারা, ঢাকা-১২২৯।	২৪-১১-২০১৩	চলমান
২৯	চ্যানেল ২১ (টুয়েন্টি ওয়ান)	আব্দুল্লাহ আল মামুন (কৌশিক) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্রডকাস্ট ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ লিমিটেড, চ্যানেল ২১ (টুয়েন্টি ওয়ান) প্লানার্স টাওয়ার, লেভেল ১৩, ১৩/এ, বিপনন সি/এ, সোনারগাঁও রোড, বাংলামোটর, ঢাকা-১০০০।	২৪-১১-২০১৩	সম্প্রচার শুরু হয়নি

সংখ্যা	চ্যানেলের নাম	ঠিকানা	অনাপত্তি সনদ (NOC) প্রদানের তারিখ	বর্তমান অবস্থা
৩০	আমার গান	তরুণ দে চেয়ারম্যান মিডিয়া বাংলাদেশ লিমিটেড, আমার গান ২২/এ ফারুক সরণী (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা) নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯।	২৪-১১-২০১৩	ফ্রিকুয়েন্সির অনুমোদন দেয়া হয়নি
৩১	ফেস্টিভাল	নূর মোহাম্মদ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিলেনিয়াম মাল্টিমিডিয়া লিমিটেড ৩৯, শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ সরণী, তেজগাঁও, শি/এ, ঢাকা-১২০৮।	২৪-১১-২০১৩	ফ্রিকুয়েন্সির অনুমোদন দেয়া হয়নি
৩২	গ্রিন টিভি	সৈয়দ গোলাম দস্তগীর চেয়ারম্যান, গ্রিন মাল্টিমিডিয়া লিমিটেড, গ্রিন টিভি, ১০২, কাকরাইল, চতুর্থ তলা, ঢাকা-১০০০।	২৪-১১-২০১৩	ফ্রিকুয়েন্সির অনুমোদন দেয়া হয়নি
৩৩	দুরন্ত টিভি	মো. শাহরিয়ার আলম চেয়ারম্যান বারিন্দ মিডিয়া লিমিটেড দুরন্ত টিভি, আহমেদ টাওয়ার (১৫ তলা) ২৮-৩০, কামাল আতার্তুক এভিনিউ, বনানী, বিএ/এ, ঢাকা-১২১৩।	২৪-১১-২০১৩	চলমান
৩৪	ক্যামব্রিয়ান টেলিভিশন	লায়ন এমকে বাশার পিএমজেএফ চেয়ারম্যান, বিএসবি ফাউন্ডেশান, ক্যামব্রিয়ান টেলিভিশন, পট নং-২২, গুলশান সার্কেল-২, ঢাকা।	২৪-১১-২০১৩	ফ্রিকুয়েন্সির অনুমোদন দেয়া হয়নি
৩৫	রংধনু	মোহাম্মদ সাইফুল আলম ব্যবস্থাপনা পরিচালক রংধনু মাল্টিমিডিয়া লিমিটেড, রংধনু, ২৫/৪ পলবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।	২৪-১১-২০১৩	ফ্রিকুয়েন্সির অনুমোদন দেয়া হয়নি
৩৬	এটিভি	মোহাম্মদ আব্বাস উলাহ চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এটিভি লিমিটেড, এটিভি হাউজ নং-৭৯, ব্লক-ই (৩য় তলা), শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট রোড, বনানী চেয়ারম্যানবাড়ি, ঢাকা-১২১৩।	২৪-১১-২০১৩	চলমান

সংখ্যা	চ্যানেলের নাম	ঠিকানা	অনাপত্তি সনদ (NOC) প্রদানের তারিখ	বর্তমান অবস্থা
৩৭	তিতাস	ধনান্দ ইসলাম দীপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিলেনিয়াম মিডিয়া লিমিটেড (MML) তিতাশ, হাউজ নং-২১, রোড নং- ৬৮/এ, গুলশান-০২, ঢাকা।	২৪-১১-২০১৩	সম্প্রচার শুরু হয়নি
৩৮	নাগরিক টিভি	আনিসুল হক চেয়ারম্যান জাদু মিডিয়া লিমিটেড, লোটাস কামাল টাওয়ার, ১১ তলা, ৫৭ জোয়ার শাহারা সি/এ নিকুঞ্জ-২, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, ঢাকা।	২৪-১১-২০১৩	চলমান

অনুমোদনের সময়কাল ২০১৪-২০১৮

সংখ্যা	চ্যানেলের নাম	ঠিকানা	অনাপত্তি সনদ (NOC) প্রদানের তারিখ	বর্তমান অবস্থা
৩৯	খেলা টিভি	তানভীর আবীর, চেয়ারম্যান এআর মিডিয়া এন্ড ম্যাস কমিউনিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৮৭, বিএনএস সেন্টার, সেক্টর ৭, উত্তারা, ঢাকা-১২৩০।	১২-০১-২০১৭	ফ্রিকোয়েন্সির অনুমোদন দেয়া হয়নি
৪০	আমার টিভি	জিনাত চৌধুরী ম্যানেজার আমার টিভি লিমিটেড, ঢাকা-ময়মনসিংহ রোড, লেভেল ৩, প্লট ২৯, সেক্টর ০৩, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০। দ্বিতীয় সৈয়দ হক, পরিচালক, আমার টিভি লিমিটেড (আমার টিভি), ঢাকা-ময়মনসিংহ রোড, লেভেল ৩, প্লট ২৯, সেক্টর ০৩, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।	১৮-০১-২০১৭	ফ্রিকোয়েন্সির অনুমোদন দেয়া হয়নি
৪১	গ্লোবাল টিভি	মো. মামুনুর রশীদ কিরণ, এমপি পরিচালক গ্লোব মাল্টিমিডিয়া লিমিটেড করপোরেট ও রেজিস্টার্ড অফিস: প্লট # ৩/ক (নতুন), তেজগাঁও আই/এ ঢাকা-১২০৮।	১৮-০১-২০১৭	ফ্রিকোয়েন্সির অনুমোদন দেয়া হয়নি

অনুমোদনের সময়কাল ২০১৪-২০১৮

সংখ্যা	চ্যানেলের নাম	ঠিকানা	অনাপত্তি সনদ (NOC) প্রদানের তারিখ	বর্তমান অবস্থা
৪২	সিটিজেন টিভি (সিটিভি)	মোহাম্মদ শফিকুর রহমান চেয়ারম্যান সিটিজেন টিভি (সিটিভি) ১/এ মনোরমা এপার্টমেন্ট নং-৪, নওরতন কলোনি, নিও বেইলি রোড, ঢাকা-১০০০।	০৫-৪-২০১৭	ফ্রিকোয়েন্সির অনুমোদন দেয়া হয়নি
৪৩	প্রাইম টিভি	তানজিয়া সিরাজ পরিচালক ও সিইও ভিশন ইনফোটেইনমেন্ট লিমিটেড, প্রাইম টিভি হাউজ নং ১৩, রোড নং ৩, সেক্টর ৫, উত্তরা, ঢাকা।	০৫-৪-২০১৭	ফ্রিকোয়েন্সির অনুমোদন দেয়া হয়নি
৪৪	স্পাইস টিভি লিমিটেড	শীলা ইসলাম চেয়ারম্যান এমজি টাওয়ার (১৪ তলা), ৩৮৯/বি (প্রধান সড়ক), পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।	০৯-৮-২০১৭	ফ্রিকোয়েন্সির অনুমোদন দেয়া হয়নি
৪৫	বাংলাদেশ ব্রডকাস্টিং বিজনেস নেটওয়ার্ক (টিভি টুডে)	আবুল বাশার মোহাম্মদ রকিবুল বাসেত ২৪/বি, তোপখানা রোড, ফ্ল্যাট-১১/এ, সিটি ভিউ টাওয়ার, ঢাকা-১০০০।	১৪-০৫-২০১৯	ফ্রিকোয়েন্সির অনুমোদন দেয়া হয়নি

সরকারি মালিকানাধীন টেলিভিশন চ্যানেল

ক্রম	চ্যানেলের নাম	ঠিকানা	অনুমোদনের তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১	বাংলাদেশ টেলিভিশন	বাংলাদেশ সরকার	-	চলমান
২	বিটিভি ওয়ার্ল্ড		-	
৩	সংসদ বাংলা টেলিভিশন		১২/০১/২০১১	
৪	বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্র			

সূত্র: বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়

Centre for Governance Studies
45/1 New Eskaton, 2nd Floor Dhaka 1000, Bangladesh
h.ps://cgs-bd.com/
Email: ed@cgs-bd.com
Phone: +880258310217, +88029354902, +88029343109

Centre for Governance Studies

978-984-95364-1-3